

সুকান্তকে
হুমকি
কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ সাবিনা ইয়াসমিন তারপর সুকান্ত মজুমদার এরপর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা সকলেই জনপ্রতিনিধি। কেউ রাজ্যের মন্ত্রী, কেউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কেউ আবার সাংসদ। অথচ প্রত্যেকেই বেলোগাম। কেউ কাউকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন, কেউ আবার সব লন্ডভন্ড করে দেওয়ার কথা আবার এবার উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। একটু খুলে বলা যাক। সাবিনা ইয়াসমিনকে আক্রমণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানোর কথা বলেছিলেন। পরে এসআইআর ইস্যুতে বলতে গিয়ে গুলি চালায় কথা বলেছিলেন। সেই নিজেই পাল্টা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ‘ভুই-ভুকারি’ করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর ইস্যু নিয়ে কল্যাণ বলেন, “বেআইনি করুক না। একটা ভোটারকে বাদ দিয়ে দেখুক। স্তর করে দেব কমিশন। ওই ছোট্টাটা...মোট মন্ত্রী হয়েছে... দেখ না সিআইএসএফ কোথায় গুলি ছোড়ে। বালুরঘাট চুকেছে, দশ হাজার ভোটে জিতেছে...এবার দেখছি আমরা। সিআইএসএফ দিয়ে গুলি চালাবে বলছে। অত বড় হিম্মত। বাংলার মানুষকে চিনিস না...ওই দু’চারটে সুকান্ত...হওয়া দিয়ে উড়ে যাবে। অয় না একবার বক্তৃতা দিতে আমাদের এখানে। অয় ভুই শ্রীরামপুরে। তারপর ভুই ঘরে কিরিস কীভাবে দেখবা।” পাল্টা আবার সুকান্ত মজুমদার বলেন, “সুপ্রিম কোর্টে দাড়িয়ে একজন সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে গুলি করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। ওর মানসিক স্থিতি কী আছে? বয়স হয়ে গিয়েছে।” বিতর্কের সূত্রপাত কোথায়? মালদহে বিজ্ঞা সন্মিলনের অরুচীন থেকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে সাবিনা বলেন, “একমুহুরে নামও যদি অযাচিতভাবে ভোটের তালিকা থেকে বাদ যায়, তাহলে আমি সাবিনা ইয়াসমিন মোখাবাডিতে লন্ডভন্ড করে রেখে দেব এটা মনে রাখবা। এটা মনে রাখবেন, হয়ত অনেকেই এখানে বসবাস করছেন কিন্তু ২০০২ সালে কোনও কারণে ভোটের লিস্টে নাম তুলতে পারেনি বা নীতি ভাঙলে তাঁদের নথি নষ্ট হয়েছিল। এবার তাঁদের নাম যদি বাদ যায় তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলব না।” তখনই সুকান্ত মজুমদার বলেন, “আমরাও চাই প্রত্যেক বৈধ ভোটদাতার নাম থাকুক। কিন্তু, যার বাবা-মাতা-ঠাকুরদার নাম ভোটের লিস্টে নেই। অথচ তার নাম ভোটের লিস্টে উঠে গিয়েছে। এটা কীভাবে হয়েছে? আমি বলছি, ভারতীয় মুসলমানদের নাম ভোটের লিস্টে থাকবে, তাতে তাঁরা আমাদের ভোট দিন আর না দিন। কিন্তু, বাংলাদেশি মুসলমান যারা অনুপ্রবেশ করেছে, তাঁদের নাম থাকবে না।” তিনি সতর্ক বার্তা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তৃণমূলকে কথায় রাস্তায় নামবেন না, রাস্তায় নামলে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামবে। যেমন মুর্শিদাবাদের সময় নেমেছিল। যদি দোকানদার পোড়ান, বাড়িতে আক্রমণ করেন, তৃণমূলের কোনও নেতার ছেলের জীবন যাবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী নামলে গুলি চলবে। আপনার বাড়ির সোঁতে আমাদের গুলি লাগবে। আর তৃণমূল নেতারা এসি ঘরে বসে থাকবেন।

কয়লা ধুলে ময়লা যায় না! মমতাকে তীর খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ দিয়ার জগন্নাথ মন্দিরের পর সপ্ত্রিত শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রজবাসীর করের টাকায় জগন্নাথ মন্দির বানানোর অভিযোগে এমনিতেই তোপ দেগে এসেছে বিরোধীরা। এবার শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণায় ফের মুখ্যমন্ত্রীর একহাত নিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ‘হিন্দু-বিরোধী’ তকমা মুছতে মুখ্যমন্ত্রী এসকল উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে দাবী করলেন শুভেন্দু। শুক্রবার এগ্রে তিনি লেখেন, “আজকাল ‘হিন্দু বিরোধী’ তকমা মুছে ফেলতে মাননীয় নানান রকম উদ্যোগের ঘোষণা করে চলেছেন, কখনো নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন তো

কালীপূজোর মঞ্চে বিজেপিকে কড়া মমতার বার্তা
‘বাংলায় মানুষ যতটা শান্তিতে থাকে, আর কোথাও নয়’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিরোধীরা যখন নানা ইস্যুকে সামনে রেখে রাজ্যে আইনের শাসন নিয়ে সরব, তখন কালীপূজোর আলোয় আলোকিত মঞ্চ থেকেই বিরোধীদের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাংলায় মানুষ যতটা শান্তিতে থাকতে পারে, আর কোথাও মানুষ এতটা শান্তিতে থাকতে পারে না।” শুক্রবার জানবাজার সম্মিলিত কালীপূজো সমিতির উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ডবল ইঞ্জিন সরকার শুনছে? ভারত সরকারেরই রিপোর্ট বলছে, কলকাতা দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর। এটা আমরা বলছি না, তোমাদের সরকারই বলছে।” আসলে, মমতার বক্তব্যের পেছনে রয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্ট। পরপর চার বছর দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর-এর শিরোপা ধরে রেখেছে কলকাতা। রিপোর্ট বলছে, ২০ লক্ষ জনসংখ্যার ১১টি বড় শহরের মধ্যে প্রতি লক্ষ সবচেয়ে কম অপরাধের হার (৮৩.৯) এই শহরেই। অপরাধ দমন ও প্রযুক্তি ব্যবহারে কলকাতা পুলিশের দক্ষতারও প্রশংসা করেছে ব্যুরো। এই তথ্যকে হাতিয়ার করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকেই নিশানা করছেন মমতা। বলেন, “বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে এক মেয়ে ধানায় গেলে আইসি-ই তাকে অত্যাচার করে। সেই সব রাজ্যের অবস্থা দেখুন। আর এখানে বাংলায় দেখুন, মানুষ শান্তিতে বাস করে। আমাদের রাজ্যে কোনও ঘটনা ঘটুক সেটা চাই না, কিন্তু ঘটনার সুযোগ

পেলেই বলেন, বাংলা সেফ নয়! তাহলে আপনারা দিনভর রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছেন কীভাবে, কথায় কথায় কোর্টে চলে যাচ্ছেন। বাংলা সেফ না হলে কী এসব করতে পারতেন? যে সব রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন, সেখানে কী হচ্ছে?” একইসঙ্গে বিজেপিকে তোমাদের ধর্ম হল ধর্মকে গুলিয়ে দেওয়ার ধর্ম-‘বির্ধর্ম’। সবকিছুই ভোটের ধর্ম।” নাম না করে বিধলেন কেন্দ্রীয় সংস্থা ও মিডিয়াকেও। মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, “যেদিন গোদি মিডিয়া আর গোদি এজেন্সি থাকবে না, সেদিন দেখা যাবে আসল চিত্রটা কী।” এদিন উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ

দুর্ঘোগে রাজ্য প্রশাসনের কাজের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, “বিরোধীরা সাহায্য তো দূরে থাক, কুৎসা করতে ব্যস্ত।” প্রশাসনের কর্মী, পুলিশ, দমকল-বারী প্রাণপাত করে উদ্ধারকাজ করেছেন, তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন মমতা। মঞ্চ থেকেই কয়েকজন সরকারি কর্মীকে পুরস্কৃতও করেন তিনি। এরপরই কথার স্রোত ঘুরে যায় অতীতে-

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়ের দিকে। সেখানেই মমতার কণ্ঠে ফিরে আসে তৎকালীন কলকাতার অশান্ত সময়ের স্মৃতি। “বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় দেখেছিলাম, জ্যোতি বসু-বুদ্ধাব্যু কেউ রাস্তায় নামেননি। একজনও সিপিএম নেতাকে রাস্তায়

কিন্তু আমি দু’পক্ষকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছি।” মমতা জানান, সে সময় সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষা না করে নিজেই রিলিফ প্যাকেট তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিলি করতেন। বলেন, “বাড়িতেই বানাতাম চাল, ডাল, তেল দিয়ে প্যাকেট। আজ যে রাজ্যজুড়ে খাদ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে, তার বীজ তখনই বোনা হয়েছিল।” স্মৃতিচারণে উঠে আসে মাদার টেরেজার কথাও। মমতার স্মৃতিতে, “শিয়ালদহে খাবার দিতে গিয়ে দেখি মাদার দাঁড়িয়ে আছেন। উনি বলেন, ‘তুমি এখানে?’ আমি বলেছিলাম, আপনি যে কাজ করছেন, আমিও সেই কাজ করতে এসেছি।” এরপর একদিন রাতে ফেনা করে মাদার টেরেজা তাঁকে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন বলেও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। “রাত ১০টা নাগাদ ফোন করে বললেন, সিপিএমের গুস্তারা অশ্লম দখল করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে তারা পালিয়ে গেছিল,” বলেন মমতা। অতীতের সেই ঝড়ঝাপটা সময়ের কথা টেনে মমতার সংযোজন, “দুর্দিনে যখন কেউ পরে, আমি তখনও পাশে ছিলাম, আছি, থাকবা। অপজিশনে থেকেও রাইটার্সে গিয়ে বলেছিলাম- যদি আমার সাহায্য লাগে, বলুন। তার আগে আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাইটার্স থেকে বের করে দিয়েছিল, তবু মানুষের জন্য সেদিন গিয়েছিলাম।” একদিকে কালীপূজোর শুভক্ষণ, অন্যদিকে রাজনীতির নস্টালজিয়া- মমতার বক্তৃতায় মেন মিশে গেল অতীতের আগুন আর বর্তমানের আত্মবিশ্বাস।

দেখা যায়নি। আমি একা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম সারা কলকাতায়”- বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, “তখন আমি স্পেপার্টস মিনিস্টার ছিলাম। রেজিগনেশন দিয়েছিলাম, কিন্তু মানুষকে ছেড়ে থাকিনি। শিয়ালদহ, গার্ডেনরিচ, মেটিমাবুরুজ- সব জায়গায় গিয়েছি। হিন্দু এলাকায় গেলে গাড়ি ঘিরে ধরছে, মুসলিম এলাকায় গেলে তলোয়ার তুলে আক্রমণ করেছে।

কিন্তু আমি দু’পক্ষকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছি।” মমতা জানান, সে সময় সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষা না করে নিজেই রিলিফ প্যাকেট তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিলি করতেন। বলেন, “বাড়িতেই বানাতাম চাল, ডাল, তেল দিয়ে প্যাকেট। আজ যে রাজ্যজুড়ে খাদ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে, তার বীজ তখনই বোনা হয়েছিল।” স্মৃতিচারণে উঠে আসে মাদার টেরেজার কথাও। মমতার স্মৃতিতে, “শিয়ালদহে খাবার দিতে গিয়ে দেখি মাদার দাঁড়িয়ে আছেন। উনি বলেন, ‘তুমি এখানে?’ আমি বলেছিলাম, আপনি যে কাজ করছেন, আমিও সেই কাজ করতে এসেছি।” এরপর একদিন রাতে ফেনা করে মাদার টেরেজা তাঁকে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন বলেও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। “রাত ১০টা নাগাদ ফোন করে বললেন, সিপিএমের গুস্তারা অশ্লম দখল করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে তারা পালিয়ে গেছিল,” বলেন মমতা। অতীতের সেই ঝড়ঝাপটা সময়ের কথা টেনে মমতার সংযোজন, “দুর্দিনে যখন কেউ পরে, আমি তখনও পাশে ছিলাম, আছি, থাকবা। অপজিশনে থেকেও রাইটার্সে গিয়ে বলেছিলাম- যদি আমার সাহায্য লাগে, বলুন। তার আগে আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাইটার্স থেকে বের করে দিয়েছিল, তবু মানুষের জন্য সেদিন গিয়েছিলাম।” একদিকে কালীপূজোর শুভক্ষণ, অন্যদিকে রাজনীতির নস্টালজিয়া- মমতার বক্তৃতায় মেন মিশে গেল অতীতের আগুন আর বর্তমানের আত্মবিশ্বাস।

‘বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়’, বিস্ফোরক রাজ্যপাল, জবাব দিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর কলকাতা। সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২৩ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো-র রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজাও বাড়ে। এই আবহে দুর্গাপুরকণ্ডের পর রাজ্যপাল সিডি আন্দল বোস বলেন, “রাজ্যে মেয়েরা নিরাপদ নয়।” এই নিয়ে রিপ্টপতি দ্রৌপদী মূর্মুর প্যাঁচানো রিপোর্টে যা বলার বলেছেন বলে জানানেন তিনি। দুর্গাপুরে ভক্তরি পুষ্পাকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর বেয়েছে। দিন তিনেক আগে নির্ধারিতভাবে দেখে দুর্গাপুরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। সেইসময় তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষ রিপ্টপতি শাসন চাইছেন। দুর্গাপুরকণ্ড নিয়ে রিপ্টপতি দ্রৌপদী মূর্মুর রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তিনি। এবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, “বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। আইনশৃঙ্খলা অবস্থা ভাল নেই। এটা আমার মতামত।” ঘটনালব্ধ পরিসর এবং নির্ধারিত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছে বলে রাজ্যপাল জানান। রিপ্টপতি দ্রৌপদী মূর্মুর কাছে পাঠানো রিপোর্টে যা জানানোর জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যপালের এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, “বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ। এটা বলছে এনসিআরবি রিপোর্ট। মেয়েদের উপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয় রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ তারপর মধ্য প্রদেশে। এটা আমাদের তৈরি রিপোর্ট নয়, এটা রাজ্যপাল জানেন না? পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে রাজ্যপালের এই রিপোর্ট ভুল এবং রাজনৈতিক অভিসান্মূলক। তিনি বিজেপির কথাতাই এরকম রিপোর্ট দিচ্ছেন এবং কথা বলেন। একটা কথা আমি বলতে পারি, রাজভবন মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। ফলে রাজ্যপালের মুখে এসব কথা মানায় না।”

কমী এবং ৭২ হাজার আশাকমী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, তাঁদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে শীঘ্রই পৌঁছে যাবে এই অনুদান। শুধু তাই নয়, এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব উত্তরবঙ্গের দুর্গোগ মোকাবিলায় অসাধারণ ভূমিকার করেন, রাজ্যের সব আশাকমী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য, তাঁদের আরও জন্ম বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। যারা এদিন সম্মানিত হলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার অজিত রায়-সহ ৮ জন, ফুলবাড়ি ফায়ার স্টেশনের অফিসার রাজীব কুণ্ডু, ফরেষ্ট গার্ড বঙ্কিম মণ্ডল, তত্ত্বাবধিএইডিসিএল-এর নাগরাকাটা স্টেশন ম্যানেজার রাজু টোঙ্গা এবং নাগরাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিক, চিকিৎসক মোল্লা ইরফান হাসান। মুখ্যসচিব মনোজ পণ্ড আরও জানান, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, মুর্শিদাবাদে ভাঙন কবলিত এলাকাগুলির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সব রকম সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় স্পষ্ট, রাজ্যের শেষপ্রান্তের কর্মীও যেন অনুভব করেন, সরকার তাঁদের পাশে আছে। তাই এই পুরস্কার।

‘বাংলাতে এসআইআর হবেই’, মমতার হুঁশিয়ারির পর সাফ জবাব শহর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবরঃ ভোটের আগে কি বাংলায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হবে? এই নিয়ে জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপেই জল্পনা আরও বেড়েছে। আবার পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে লাগাতার আক্রমণ শানিয়ে চলছে। এই আবহে বাংলায় এসআইআর নিয়ে মুখ খুলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় এসআইআর নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিহারের প্রবল তুলে ধরলেন তিনি। কী বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? বাংলায় এসআইআর নিয়ে কয়েকদিন আগে অমিত শাহকে নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় এসআইআর-এর আদর্শ শাহর ‘খেল’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হাতিয়ার করে মমতা বলেছিলেন, “এসআইআর-কে হাতিয়ার করে এনআরসি করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বৈধ ভোটের বাদ গেলে বাংলার মানুষ ছেড়ে কথা বলবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।” মুখ্যমন্ত্রী মমতার হুঁশিয়ারির জবাব দিলেন শাহ। “আজ তক’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “বিহারে অনেকে একই কথা বলেছিলেন। সেখানে সবাই নথি জমা দিয়েছে। এবং নির্বাচনও হবে। বাংলাতেও তাই হবে।” বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের



পর অনেক ভোটেরই হয়তো মতু্য হয়েছে। কাজের জন্য অন্য জায়গায় হয়তো অনেকে চলে গিয়েছেন। তাঁদের নাম ভোটের তালিকায় রয়ে গিয়েছে।” এসআইআর নিয়ে বিরোধী জোটের সরব হওয়ার কারণ নিয়ে শাহ বলেন, “ভোট ব্যালু প্রভাব পড়বে বলেই বিরোধীরা সরব হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায়। সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটের তালিকায় তোলা হয়েছে।” অনুপ্রবেশকারী, মৃত ভোটদাতার নাম বাদ দিতেই এসআইআর-এ জোর দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। নির্বাচনী জালিয়াতি রোধ করার জন্য এসআইআর প্রক্রিয়া জরুরি বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কখনো শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির কথা বলেছেন। সবই অবশ্য সরকারি খরচে, ও সরকারি নিয়ন্ত্রণে। ঠিক যেমন হিডকো করেন শুভেন্দু। নিউটাউনের দুর্গাঙ্গন হোক বা মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা কিম্বা দিয়ার জগন্নাথ মন্দির তৈরি, এসব করে মমতা

হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করেন বলে এদিনও অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা। এদিন, দিয়ার জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজারের ধাক্কার উপর ইংরেজিতে ‘জগন্নাথ’ লেখা নিয়ে মমতাকে একহাত নেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, “দীঘা জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে দুর্ঘটন ও অপরিষ্কার জল নির্গমনের জন্যে যে নর্দমা রয়েছে, তার ম্যানেজারের ঢাকনার ওপর ইংরেজিতে ‘জগন্নাথ’ লেখা! জগন্নাথ থেকে শুরু করে, সাফাই কর্মী, পুলিশ কর্মীরা সবাই তা চলা ফেরার সময় পায়। মডাচ্ছে।” কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবেই ওই ঢাকনা বসানো হয়েছে বলে দাবী করেন বিজেপি নেতা। তাই ‘হিন্দু বিরোধী’ তকমা মোছার হলে মমতাকে নিজেকে শোষণনোর’ পরামর্শ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

সেদিকে নজর রাখবা। দিদিকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই আমরা।” স্মৃতিচারণ করে প্রাক্তন মহানাগরিক আরও বলেন, “আমাকে একসময়ে মেয়রের পদে বসিয়েছিলেন দিদি। সে সময় সব শক্তি দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। এবারও

সেদিকে নজর রাখবা। দিদিকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই আমরা।” স্মৃতিচারণ করে প্রাক্তন মহানাগরিক আরও বলেন, “আমাকে একসময়ে মেয়রের পদে বসিয়েছিলেন দিদি। সে সময় সব শক্তি দিয়ে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। এবারও

একইভাবে কাজ করবা।” তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতা এদিন বলেন, “শোভনের ঘরওয়াপসি হল’ এই শব্দবন্ধও ঠিক নয়। কারণ, সেই অর্থে তাঁর ঘরওয়াপসি অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। এই দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। শোভন বিজেপি ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে দিদির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। প্রতি বছর ভাইফোঁটা শোভনকে ফোঁটাও দেন দিদি।

শোষণা
মুখ্যমন্ত্রীর

অজিত রায়-সহ ৮ জন, ফুলবাড়ি ফায়ার স্টেশনের অফিসার রাজীব কুণ্ডু, ফরেষ্ট গার্ড বঙ্কিম মণ্ডল, তত্ত্বাবধিএইডিসিএল-এর নাগরাকাটা স্টেশন ম্যানেজার রাজু টোঙ্গা এবং নাগরাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিক, চিকিৎসক মোল্লা ইরফান হাসান। মুখ্যসচিব মনোজ পণ্ড আরও জানান, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, মুর্শিদাবাদে ভাঙন কবলিত এলাকাগুলির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সব রকম সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় স্পষ্ট, রাজ্যের শেষপ্রান্তের কর্মীও যেন অনুভব করেন, সরকার তাঁদের পাশে আছে। তাই এই পুরস্কার।

নেত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই বড় পদপ্রাপ্তি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ এ যেন শুধু ফিরে আসা নয়, আগুন পখির মতই ফিরে আসা। অতীতে তৃণমূল একবার ছেড়ে দেওয়ার পর অনেকেই ফিরে এসেছেন। শোভন চট্টোপাধ্যায় ফিরলেন একেবারে প্রশাসনিক পদ নিয়ে। শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি হল জািনয়ে দেওয়া হল, রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হল শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। এই বিজ্ঞপ্তির অর্থই হল শোভনের আনুষ্ঠানিক ঘরওয়াপসি। এর পর দলের ফের যোগ দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। বরং এই ঘোষণার পর তৃণমূলে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে যে ছাব্বিশের ভোটে কি শোভন প্রার্থী হবেন? কবে থেকে ফের সক্রিয় হবেন রাজনীতিতে? তবে সে জল্পনা আপাতত থাক। নতুন দায়িত্বে পেয়ে সংবাদমাধ্যমকে এদিন শোভন দিয়েছেন, “আমার চোখের সামনে নিউ টাউন শহর গড়ে উঠেছে। দিদি আমাকে এই গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব শুনি সঠিকভাবে পালন করবো। কীভাবে নিউ টাউন রাজারহাটকে আরও সুন্দর ও আধুনিক করা যায়,

অপেক্ষা ছিল, উপযুক্ত সময় ও সঠিক পুনর্বাসনে। দলের ওই প্রবীণ নেতা আরও বলেন, “শোভনের প্রশাসনিক ক্ষমতা অনেকের তুলনায় বেশি ছিল। দিদির সঙ্গে আস্থার সম্পর্কও ছিল বরাবরই মজবুত। সেই কারণে তাঁকে কলকাতার মহানাগরিক করার পাশাপাশি একই সঙ্গে তিনটি দফতরের মন্ত্রী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।” এহেন শোভনাব্যু দল ছাড়ার পর অনেকেরই মাঠের আয়তন বড় হয়েছিল। ফলে তাঁরাও চাইছিলেন না শোভন ফিরে আসুক। উল্টে কেউ কেউ এই ধারণা তৈরি করে দিতে চাইছিলেন যে অভিনেত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় চান না শোভনের প্রত্যাবর্তন হোক। এহেন পরিস্থিতিতে দিদি সময় নেন। অভিনেত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও শোভন-বৈশাখীর প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা বৈঠক হয়। তার পর দুদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাহাড়ে শোভন ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই সাক্ষাৎের ৪৮ ঘণ্টার পর শুক্রবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিনেত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে বৈশাখী বলেছিলেন, শোভনের তৃণমূলে ফেরা এখন সময়ের অপেক্ষা। আপাতত সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিচ্ছে। এখন অপেক্ষা ছািবশের।



বহাল থাকছে। তার উপর নির্ভর করেই আগাম জামিনের ভবিষ্যৎ। আট সপ্তাহ পর মামলার ফের শুনানি হবে বলে এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। সারাদ-কাণ্ডের তদন্তে রাজ্য সরকারের তৈরি সিটের সদস্য ছিলেন রাজীব কুমার। সারাদা চিটফান্ড দুর্নীতির তদন্তে নেমে সিবিআই অভিযোগ করে, সিটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তদন্তে সহযোগিতা করছেন না রাজীব কুমার। রাজীব কুমারকে হেফাজতে চেয়ে পদক্ষেপ করে সিবিআই। এরপরই ২০১৯ সালের অক্টোবরে কলকাতা হাইকোর্ট রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। তাঁর আগাম জামিনের

মহিলা অফিসারদেরও ছাড়া হয়নি। নাম নিচ্ছি না কিন্তু, মিস্টার রাজীব কুমারকে সবাই বিচাতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী কী করেছিলেন, তা সবাই জানেন।” এর আগে গত সোমবার এই মামলার শুনানি হয়েছিল। তখন প্রধান বিচারপতি নেতৃস্থানীয় বৈধ প্রশ্ন তুলেছিল, এতদিনে একবারও কি সিবিআই শুনানির জন্য পদক্ষেপ করেছিল? প্রশস্ত, ২০১৯ সালে সিবিআইয়ের আবেদনের পর নভেম্বরে সেই মামলার শুনানি হয়। পরে ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে শীর্ষ আদালতের তরফে রাজীব কুমারকে নোটিসও দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর থেকে ওই মামলার আর কোনও অগ্রগতি হয়নি।

আশাকমী-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা পাবেন ১০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ আশাকমী থেকে অঙ্গনওয়াড়ি, রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার নেপথ্য যোদ্ধার হল এ বার হাসি ফোঁটতে উদ্ভাসী মুখ রাজ্য সরকার। কালীপূজোর আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্যের সব আশাকমী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য, তাঁদের আরও জন্ম বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। যারা এদিন সম্মানিত হলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার অজিত রায়-সহ ৮ জন, ফুলবাড়ি ফায়ার স্টেশনের অফিসার রাজীব কুণ্ডু, ফরেষ্ট গার্ড বঙ্কিম মণ্ডল, তত্ত্বাবধিএইডিসিএল-এর নাগরাকাটা স্টেশন ম্যানেজার রাজু টোঙ্গা এবং নাগরাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিক, চিকিৎসক মোল্লা ইরফান হাসান। মুখ্যসচিব মনোজ পণ্ড আরও জানান, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, মুর্শিদাবাদে ভাঙন কবলিত এলাকাগুলির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সব রকম সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় স্পষ্ট, রাজ্যের শেষপ্রান্তের কর্মীও যেন অনুভব করেন, সরকার তাঁদের পাশে আছে। তাই এই পুরস্কার।

চারশো বছরের প্রাচীন মা যজ্ঞেশ্বরী মন্দিরের কালী পূজো আজও জাপ্রত



দক্ষিণ, ২৪ পরগনা ঃ৪০০ বছরের প্রাচীন মা যজ্ঞেশ্বরী কালীর দর্শন পেতে আপনাকে আসতেই হবে যজ্ঞ বাটিতে। দঃ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার সাতঘরা ঠাকুরজি গ্রামের দিকে গেলে আদিগঙ্গার পাড়ে প্রথমে পড়বে এই মন্দিরটি। এই মন্দিরটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো মন্দির বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা তাপস দত্ত।এই শ্মশানে রয়েছে তিন চূড়া বিশিষ্ট মন্দির।জঙ্গল ঘেরা পরিবেশে তখন এখানে সাধনা করতে প্রথম আসেন শিবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক তন্ত্র সাধক। তিনিই এখানে পূজো শুরু করেন। এক সময় আদিগঙ্গার পাড়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যেই শুরু হয়েছিল শ্মশান কালীরআরাধনা। কালের নিয়মে জঙ্গল না থাকলে ও, এখনও শ্মশান চত্বরে নির্জন পরিবেশ। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য সমাধি।অধুনালুপ্ত আদি গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই শ্মশান। এই জায়গায় বেশি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষজনের সমাধি দেওয়া হয়।পাশাপাশি চলে দাহ করার কাজও।শিবানন্দ ব্রহ্মচারী মারা যাওয়ার পরে সাধুনি নামে এক মহিলা সাধু মাযের সেবা করতে শুরু করেন।পরে গ্রামের বাসিন্দরাই পূজার হাল ধরেন। সেই মন্দিরে কালীপূজো চলে আসছে আজ ও। দূরদূরান্ত থেকে এখানে আসেন ভক্তরা।আদি গঙ্গার পাড়ে যজ্ঞেশ্বরী মাযের মন্দিরে ভিড়ের মাঝেও গা ছমছমে পরিবেশ ভয় ধরাই।এই পূজো নিয়ে মন্দির কমিটির সদস্য প্রদীপ সরদার বলেন, কালী পূজার দিন এখানে প্রায় ১২-১৩ হাজার ভক্তের সমাগম হয়। বাইরে থেকে আসেন সাধু-সন্নাসীরা। তাঁরা এখানে যজ্ঞ করেন। সব মিলিয়ে সেই সময়ে এই মন্দির পরিপূর্ণ রূপ পায়। কালীপূজার সময় গ্রামের মানুষজন মন্দিরকে সাজিয়ে তোলেন। চলে ভোগ বিতরণের কাজ। এই পূজো এখানে ঐতিহ্যের পূজো হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।আর কালীপূজার রাত্তরে এই পূজো দেখতেআপনিও আসতে পারেন।

শুক্রবার বেলায় বাড়লো শেয়ার সূচক



মুহুই, ১৭ অক্টোবর : শুক্রবার সকালের দিকে লেনদেনের শুরুতে ভারতীয় শেয়ার বাজারের অভিমুখ ছিল বৃহস্পতিবারের থেকে নীচো। বেলা বাড়তেই সেই ঘাটতি পুষিয়ে ফের উঠতে শুরু করে সূচক। সকাল ১১টা নাগাদ সেনসেঙ্গ ৪৪৬.৩৭ পয়েন্ট বেড়ে ৮৩,৯০৩.৬১ অঙ্কে পৌঁছান। নিকিট ১১৪.১০ পয়েন্ট উঠে হয়েছে ২৫,৭০৯.৬০।অন্য দিকে, মুদার বাজারের লেনদেনের শুরুতে ডালারের নিরিখে টাকা আরও কিছুটা এগিয়েছে। ১ ডলারের দাম ২১ পরস্য কমে হয়েছে ৮.৭৭৫ টাকা। গত দু’দিনে ভারতীয় মুদ্রা অনেকটাই শক্তি ফিরে পেয়েছে।

গুজরাটে মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু

গান্ধীনগর, ১৭ অক্টোবর : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল শুক্রবার সকালে গান্ধীনগরের রাজভবনে রাজ্যপালাচার্য দেবরত্নের সঙ্গে দেখা করে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের অনুমতি চান। এর পর মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ কর্মসূচি শুরু হয়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাগততা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরাসরিত্রা সংগ্রহণ করা হয়। এই যোগ্য ভাবেত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ড্রাফ্রেজ নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহার নির্বাচনে এনডিএর গতি স্পষ্ট, মহাজোটের ভিতরে দ্বন্দ্বঃ অনুরাগ ঠাকুর

পাটনা, ১৭ অক্টোবর : বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর আশাবাদী। গত বৃহস্পতিবার পাটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে তিনি জানান, নির্বাচনে এনডিএ যে গতিশীলতা অর্জন করেছে, তা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। তিনি বলেন, বিহার নির্বাচনে এনডিএ যে গতি পেয়েছে, তা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অন্যদিকে, মহাজোটের ভেতরের দ্বন্দ্ব রয়েছে। লালু প্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধেও স্লোগান তোলা হচ্ছে।অনুরাগ ঠাকুর আরও উল্লেখ করেন, এনডিএ প্রার্থীদের মধ্যে অনেক তরুণকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এনডিএ প্রার্থীদের দিকে তাকান অনেক তরুণ প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে বিহারের তরুণদের জন্য এনডিএ সরকার গঠন করা যায়। তাঁর মন্তব্যে সরাসরি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বর্তমান নির্বাচনী প্রচারণায় তরুণ ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।বিপরীতে, তিনি মহাজোটের অবস্থা নিয়ে সতর্ক। অনুরাগ ঠাকুর বলেন,

অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় নয়।দিিল্লি, ১৭ অক্টোবরঃভারতের প্রতিরক্ষা উপাদান ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরতার নতুন অধ্যায় রচনা করছে অপারেশন সিঁদুর। সম্প্রতি পুনেতে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এমন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুর ভারতের ক্রমবর্ধমান দেশীয় শক্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। এটি প্রমাণ করে যে আমাদের সরকার স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা উপাদনের ক্ষেত্রে কতটা দৃপ্রতিজ্ঞ এবং কতটা সুসংগঠিত ভাবে এগিয়ে চলেছে। তার বক্তব্যে স্পষ্ট, আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি আজ আর কেবল স্বপ্ন নয়, বাস্তবতার রূপ পেয়েছো।রাজনাথ সিংয়ের কথায়, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার অভিযান শুরু করেছিলাম, তখন অনেকে একে কয়েছিল এটি অসম্ভব এক প্রসঙ্গ। কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে আত্মনির্ভর ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়িত করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছি। আজ অপারেশন সিঁদুর সেই প্রচেষ্টারই প্রতিফলন।তিনি স্বায়ণ করিয়ে দেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধরে ভারত অস্ত্র উপাদানের ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। বেশির অংশের আমদানি দেশের প্রতিরক্ষা বাস্তে একাধিক অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার অভাব একাধিক বার ভারতের কৌশলগত অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে রাজনাথ সিং বলেন, দেশীয় উপাদনের পথে হটাৎ সফল ছিল না। বহু বছর ধরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং প্রশাসনিক জটিলতা আমাদের অগ্রযাত্রাকে বাধাপ্রস্তু করেছিল। কিন্তু আমরা সেই বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছি। আজ ভারত নিজের হাতে নিজের তা কা তৈরি করছে, নিজের তরবারি গড়ছে।অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, এই অভিযানের সময় গ্যোটি বিশ্ব প্রভাঙ্ক করেছে ভারতীয় সেনাদের সাহস ও দক্ষতা। তাদের হাতে ছিল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি উন্নত অস্ত্র, যা আমাদের আত্মনির্ভরতার প্রতীক। আমরা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিনি, বরং এক নতুন বার্তা

চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি, ডিজেলের দরে স্বস্তি - অপরিশোধিত তেলের নয়।দিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ভূদয়ের জ্বালানি বাজারে ফের নাচ। দেখা গেল শুক্রবার চেন্নাইয়ে হঠািই পেট্রোলের দাম বেড়েছে, আর ডিজেলের দর কিছুটা কমেছে। তবে ডিল্লি, কলকাতা ও মুম্বইয়ের মতো মেট্রো শহরগুলিতে এখনও পর্যন্ত পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ জায়গায় আজও জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত থাকলেও চেন্নাইয়ে পাম্পে গিয়ে



জঙ্গলরাজের মানুষ শক্তিশালী এবং গুন্ডাদের ছেলেদের টিকিট দিয়েছে। লালু প্রসাদ যাদব কি বিহারে জঙ্গলরাজ খিঁচিয়ে আনার কথা ভাবছেন? বিহারের মানুষ কখনই এটা মেনে নেবে না।বিহারের মানুষ উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। তিনি উল্লেখ করেন, সাধারণ মানুষ উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং স্থিতিশীল সরকারের জন্য কাজ করে, আর এসব বিষয়ে এনডিএ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচনী প্রচারণার প্রেক্ষাপটে



দিয়েছি-ভারত আর নির্ভরশীল নয়, ভারত এখন সক্ষম।এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন যে ‘ সিঁদুর’ কেবল সামরিক সাফল্যের গল্প নয়, এটি ভারতের প্রযুক্তিগত আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের সম্প্রসারণ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।তিনি বলেন, গত দশ বছরে প্রতিরক্ষা উপাদানের ক্ষেত্রে ভারত অসাধারণ অগ্রগতি করেছে। ২০১৪ সালে যেখানে বার্ষিক উপাদানের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা, সেখানে এখন তা বেড়ে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৩৩ হাজার কোটি টাকা এসেছে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। এটি প্রমাণ করে যে দেশীয় শিল্প আজ প্রতিরক্ষা উপাদনের এক শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠেছে।রাজনাথ সিং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, আগামী চার বছরের মধ্যে অর্থা ২০২৯ সালের মধ্যে লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছাবে। তাঁর মতে, এই লক্ষ পূরণ হলে ভারত কেবল দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, বরং বিশ্বে অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রেও একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করবে। ইতিহাসে ভারত বিশ্বের ২৫টিরও বেশি দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করছে, এবং সেই তালিকা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা যে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখি, তার মূলভিত্তি হল দেশীয় প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং যুব সমাজের শক্তি। ছাত্রছাত্রীরা আজ যে উদ্যমে নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসছে, তা আগামী দিনের প্রতিরক্ষা শিল্পকে আরও শক্তিশালী

হালনাগাদ দামে দেখা যাচ্ছে, চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬ টাকা। অর্থাৎ আগের দামের তুলনায় প্রতি লিটারে দিতে হচ্ছে কয়েক টাকা বেশি। অন্যদিকে ডিজেলের ক্ষেত্রে এসেছে খানিকটা স্বস্তির খবর - প্রতি লিটার ডিজেলের দাম কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ১২৮ টাকা। অর্থাৎ পরিবহন ক্ষেত্রের দাম কিছুটা হলেও কমে ববে। আশাবাদী বিশেষজ্ঞরা।সত্ত্বভবে দেশের রাজধানী দিল্লিতে এখনও

মন্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি তাদের নির্বাচনী বাতাকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে। তরুণ প্রার্থী, উন্নয়ন, জঙ্গলরাজের বিরোধিতা-এই তিনটি মূল বিষয়কে সামনে রেখে বিজেপি বিহারের ভোটারদের কাছে নিজদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চাইছে। একই সঙ্গে মহাজোটের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিয়ে তারা প্রতিপক্ষকে দুর্বল দেখানোর চেষ্টা করছে।বিহারের নির্বাচনের এই পরিস্থিতি এমন এক মুহূর্তে এসেছে যখন রাজ্যে রাজনীতিকদের কৌশল, দলের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও ভোটারের মনোভাব সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্যে স্পষ্ট যে, বিজেপি ভোটারদের কাছে উন্নয়নমুখী সরকারের সম্ভাবনা তুলে ধরতে সচেষ্ট এবং এই বার্তা পৌঁছে দিতে তরুণ নেতৃত্বকে মাঠে নামানো হয়েছে।এসইও কীওয়ার্ডঃঅনুরাগ ঠাকুর, বিহার বিধানসভা নির্বাচন, এনডিএ গতি, মহাজোট দ্বন্দ্ব, লালু প্রসাদ যাদব, বিজেপি নির্বাচনী প্রচারণা, বিহার রাজনীতি, তরুণ প্রার্থী, জঙ্গলরাজ, উন্নয়নমুখী সরকার

এল স্বদেশি শক্তির জয়গান

অত্মসম্মানের প্রতীক।সুভ্রাজনাথ সিং আরও যোগ করেন, আমাদের এই যাত্রা কেবল অস্ত্র উপাদানের নয়, এটি আত্মবিশ্বাসের যাত্রা। আজ আমাদের যুব সমাজ, আমাদের বিজ্ঞানী, আমাদের শিল্পপতিরা একসঙ্গে কাজ করছে। তারা জানে যে ভারতের ভবিষ্য দেশীয় মাটিতেই গড়ে উঠবে। বিদেশি নির্ভরতার দিন শেষ হয়েছে।এই প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভিশনের কথাও উল্লেখ করেন। মোদীজির আত্মনির্ভর ভারতের ডাক আজ দেশভূত্রে এক আেঃদালনে পরিণত হয়েছে। প্রতিরক্ষা খাত সেই আন্দোলনের অন্যতম মুখ। আমরা শুধু আত্মনির্ভর হব না, আমরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেব, বলেন রাজনাথ সিং।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্যে উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন যে দেশের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নিজেদের অবদান রাখবেন। রাজনাথ সিং তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই নতুন ভারতের রূপকার। তোমাদের হাতেই রয়েছে ভারতের ভবিষ্যৎ। তোমাদের উদ্ভাবন, তোমাদের গবেষণা, তোমাদের অধ্যবসায়ই দেশকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের মাধ্যমে ভারত কেবল বিশ্বকে তার সামরিক সক্ষমতা দেখায়নি, বরং প্রমাণ করেছে যে দেশীয় প্রযুক্তি বিশ্বমাত্রের সমকক্ষ হতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলি আজ আমাদের প্রযুক্তির দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের ট্যাঙ্ক, আমাদের ড্রোন, আমাদের মিসাইল ব্যবস্থা-সবকিছুইই রয়েছে ভারতীয় বুদ্ধিমত্তার ছোঁয়া। অপারেশন সিঁদুরের সময় সেই শক্তির কাজ করেছে।সুতরাণে তিনি বলেন, আমরা যে আত্মনির্ভরতার পথে বেরিয়েছি, তা আমাদের শুধু শক্তিশালী করছে না, বরং আমাদের জাতীয় গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ভারত এখন নিজেই নিজের ভবিষ্য নির্মাণ করছে, আর এটাই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থাৎঅপারেশন সিঁদুর তাই আজ শুধু এক সামরিক অভিযান নয়, এটি ভারতের নবজাগরণের প্রতীক। এই অভিযানের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিফলিত হচ্ছে আত্মবিশ্বাসী, প্রযুক্তি-নির্ভর, আত্মনির্ভর ভারতের চেতনা-যে ভারত বিশ্বকে জানিয়ে দিচ্ছে, আমরা প্রস্তুত, আমরা সক্ষম, আমরা আত্মনির্ভর।

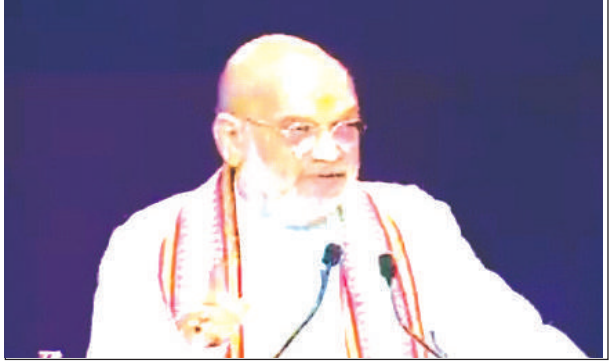
ওঠানামায় স্থির দেশের

স্থির রয়েছে দাম। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১৪.৭৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮.৭.৬৭ টাকা। এদিকে কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা - গত কয়েকদিন ধরেই এই দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। মুম্বইয়েও একই চিত্র, যেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। স্থির।সুভ্রজ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, চেন্নাইয়ে হঠাৎ

অস্ত্রপ্রদেশে সফরে প্রধানমন্ত্রী, পুজো দিলেন শ্রী ভ্রমরম্ব মল্লিকার্জুন স্বামী ভারলা দেবস্থানমে

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার অস্ত্রপ্রদেশে সফরে রয়েছেন। এদিন কুর্নুলে প্রায় ১৩,৪৩০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একটির উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলি শিল্প, বিদ্যুৎ সঞ্চালন, সড়ক, রেলপথ, প্রতিরক্ষা উপাদান এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস-সহ একাধিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।একগুচ্ছ কর্মসূচির ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী এদিন শ্রীশৈলমের শ্রী ভ্রমরম্ব মল্লিকার্জুন স্বামী ভারলা দেবস্থানমে পুজো ও দর্শন করেছেন। হস্তপতি শিবাজি মহারাজের ঐতিহ্য স্মরণে শ্রীশৈলমের শ্রী শিবাজি স্ফুর্তী কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন অস্ত্রপ্রদেশের কুর্নুল বিমানবন্দরে পৌঁছলে বিমানবন্দরে রাজ্যপাল এস. আবদুল নাজির, মু্যামন্ত্রী মুখামন্ডী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

নিরাপদ সীমান্তের পাশাপাশি আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে চলেছে ভারত ঃঅমিত শাহ



নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার সিবিআই-এর উদ্যোগে আয়োজিত দোষী প্রতাপণ ঃ সমন্য্য ও কৌশল শীর্ষক দুই দিনের সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিবিআই পরিচালক প্রবীণ সুদ বলেন, ২০২৫ সালে আমরা ৩৫ জন পলাতককে ফিরিয়ে এনেছি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, একটি শক্তিশালী ভারত নিরাপদ সীমান্তের পাশাপাশি আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য এগিয়ে চলেছে। এই সম্মেলনে, আমরা বিশ্বব্যাপী অভিযান, শক্তিশালী সমন্বয় এবং বুদ্ধিমান কূটনীতিকে একত্রিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করব।

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচনা



নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ডঃ হরিণী অমরাসুরিয়ার সঙ্গে বৃহস্পতিবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে কথা হয়েছে। এস জয়শঙ্কর এই বৈঠকের পর এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার প্রতি ভারতের অব্যাহত সহায়তা এবং শিক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমাদের সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালেই ভারত সফরে এসেছেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ডঃ হরিণী অমরাসুরিয়া। এদিন সকালে ৩ দিনের ভারত সফরে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন তিনি। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই ডঃ হরিণী অমরাসুরিয়ার প্রথম ভারত সফর। সফরকালে তিনি পারম্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী।

জাতীয় সুরক্ষা রক্ষাই অগ্রাধিকার, ট্রাস্টের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : রাশিয়া থেকে আর তেল কিনবে না ভারত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নিরে চর্চার মধ্যেই কেন্দ্রের तरফে একটি বিবৃতি দেওয়া হল। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ‘ বরাবর জাতীয় সুরক্ষা রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।’বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের तरফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই ভারত অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তেল কোমার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মাথায় রাখা হয় বলেও জানানো হয়েছে।এই বিবৃতিতে। তবে এই বিবৃতিতে কোথাও ট্রাম্প বলা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক দাবির প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু বলা হয়নি।বিবৃতিতে বিশেষ মর্যককে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ভারত যথেষ্ট পরিমাণ তেল এবং গ্যাস আমদানি করে থাকে। বিশ্বে জ্বালানির বাজারে অস্থিরতার আবেহ ভারতের ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই আমরা বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমাদের (তেল) আমদানি সংক্রান্ত নীতি এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই পরিচালিত হয়।

মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপ ভারত থেকে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত

নয়াদিল্লি , ১৭ অক্টোবরঃ দ্বিতীয় মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপ বাংলাদেশে ১৫-২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টটি ঢাকার মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।গত পাঁচ মাসে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠানের স্থান এবং তারিখ পরিবর্তন করা হল। মূলত জুন মাসে বিহারে এটি হওয়ার কথা ছিল। পরে, হায়দরাবাদের ৬ থেকে ৯ আগস্ট গাছিবাউল বিহারে স্টেডিয়ামে এটি আয়োজন করার কথা ছিল, তবে চলমান প্রো কাবাডি লিগের সমাপ্তির পরে এটি ‘অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত’ করা হয়েছিল।আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশন (আইকেএফ) অবশেষে টুর্নামেন্টটি শুরু করার জন্য ভারতের প্রতিবেশীর দিকে ঝুকেছে। আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, চাইনিজ তাইপে, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ইরান, জাপান, কেনিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, জাম্বিয়ার, পোল্যান্ড এবং ভারত সহ ১৪টি দেশ এই শিরোপার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১২ সালে পাটনা প্রথম আসরের আয়োজন করেছিল, ১৩ বছর পর এই টুর্নামেন্টটি তার দ্বিতীয় সংস্করণে ফিরে আসছে। ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ইরান, জাপান এবং থাইল্যান্ড যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিল।

পাঁচদিনের ছুটি উপত্যকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

জম্মু, ১৭ অক্টোবর : দীপাবলি উপসবের কথা মাথায় রেখে ১৯ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পাঁচ দিনের জন্য সমস্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করল জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ও তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। ২০ থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে সব পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। ‘ অস স্কুল এডুকেশন জম্মু’-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘জম্মু ডিভিশনে সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলগুলিতে বারো ক্লাস পর্যন্ত পূজোর ছুটি দেওয়া হচ্ছে।

দূরন্ত বার্তা

রাশিফল

মেঘঃ আপনি শক্তি এবং অনুপ্রেরণায় পূর্ণ থাকবেন, যা আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। আপনার ধারণা এবং আদর্শ অন্যদের দ্বারা প্রশংসা করা হবে, যা আপনার জন্য নতুন সুযোগ খুলে দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি কাজে পারবেন। বড় দলে নিজেকে নিযুক্ত করা অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ হবে- কিন্তু আপনার খরচ উর্ধ্বমুখী হবে মিথুনঃআজকের দিনটি বিশেষ ভাবে চমকরা। ভেতরে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হবে, যার কারণে চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলি খুব **কর্কট রাশি** :আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো উপভোগ্য হবে।শুভ দিন সিংহঃ আজ আপনি জীবন সম্পর্কে আপনার বোধগম্যতা বাড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। জীবনযাত্রার কল্যা ঃকর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। হঠকারী সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে তুল বোঝানুযি হতে পারে। নিজেকে সংযত করুন। পিতার শরীর ভালো যাবে না। চিকিৎসায় খরচ বাড়বে। হাড়ে আঘাত লাগার যোগ রয়েছে। ভাই-বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন গাড়ি কেনার সম্ভাবনা আছে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ হবে। ব্যবসায় নতুন রক্মে নিয়োগ করার আগে যাচাই করে নিন। বিয়েতে ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীদের বিয়ের কথা ঠিক হতে তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহেরযোগ বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হবে পাের যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দ্বিধা। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদারী ও আত্মবিশ্বাসী । শনুঃ ধনু রাশির জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতার দিন হবে। চারপাশে ইতিবাচকতা আনার জন্য নিজের উপর কাজ করতে হবে। তবে, মনে কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে, যা সামগ্রিক মনোবলকে প্রভাবিত করতে **মকরঃ** আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করে উচিত। যে কোনও নিমন্ত্রিত কুস্তঃ চারপাশে শক্তি অনুভব করবেন এবং এর সম্ভাবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত হবেন। চিন্তাভাবনায় নতুন দৃষ্ট এবং সৃজনশীলতার প্রবাহ বজায় থাকবে। মীর্ষঃ আজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে বা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে। আপনার শিশুসুলভ এবং নিরীহ আচরণ পারিবারিক সমস্যা সমাধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নিতেই শুষ্ক আবহাওয়ার প্রত্যাবর্তন। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।পশ্চিমবঙ্গের কোথাও উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমের তিনাগুলিতে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে কল্যাণ কমান্ডার মা থেকে শুরু হওয়া এবারের বর্ষার মরসুমে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি থেকেই গেল। বর্ষা বিদায় নেওয়ার আগে পশ্চি উত্তরবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টির ঘাটতি ১৬ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে ভালোই।৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সামগ্রিকভাবে। এবার শীত আসার পালা। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া ধীরে ধীরে ঢুকবে বঙ্গে। যদিও এখনও বাতাসে জলীয়

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪২মিনিট।
ভাটা-দুপুর ০২৩টা ৪০মিনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মিনিট।
সূর্যঃউদয় : সকাল ৫টা ৩১মিনিটে
হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৯মিনিটে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১৪, সংখ্যা, শনিবার ৩১ আশ্বিন ১৪৩২

শিল্পী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের শেষে মহাজাতি সদনের এক অনুষ্ঠানে শিল্পী শুনিয়েছিলেন ‘বঁধু, কোন্‌ আলো লাগল চোখে!’ শিল্পীর গাওয়া সেই গান মন-প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছিল রবীন্দ্রসংগীতের কিংবদন্তি দেবরত বিশ্বাসের। রাশিয়ায় গান গাইবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তৈতারিকে গান শিখতে শিখতেই একদিন রেডি়োয় অডিশন দিয়ে পাশ। আবার রেডি়োয় গাইতে –গাইতে জীবনের এক স্মরণীয় মোড়ে পৌঁছে যান। মহাজাতি সদনে এক ফাংশনে সূচিত্রা মিত্র-কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যুগের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেন ‘দেবরত বিশ্বাস’। গীতবিতানের ছাত্রী প্রতিমা জনপ্রিয় ছিলেন পাঁচের দশকে। তাঁর গান শুনে দেবরত বিশ্বাস কেবল মুগ্ধ হননি তাঁকে গান শেখাতেও রাজি হন। প্রথমদিকে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের জীবনে সবরকমের গান গাইবার ও শেখাবার সুযোগ হয়েছে। ‘কোহিনূর’কোম্পানিতে সুরেন চক্রবর্তীর কথা সুরে দুটি পল্লীগীতি রেকর্ড করেন।‘গ্রামোফোন’ কোম্পানিতে প্রতিমার প্রথম গানের রেকর্ডও রবীন্দ্র সঙ্গীতের নয়!আধুনিকের। অবশ্য শিল্পী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড দিগ্ধ মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত। যাটের দশকের গোড়ায় গ্রামোফোনে তাঁর গাওয়া ‘পথে যেতে ডেকেছিল মোরে’ রবীন্দ্রসংগীত খুবই জনপ্রিয় হয়। তবে এক সময়ে বোধহয় বিক্রিতে সবাইকে পিছিয়ে দিয়েছিল সকল রসের ধারা। এতরকমের গান অনায়াস দক্ষতায় গাইতে পারার কারণ শিক্ষাজীবনের প্রথম দিকে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে কিছুদিন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখেছেন। আকাশবাণীতে গাওয়ার পাশাপাশি প্রতিমা মুখোপাধ্যায় বহু বছর বিদ্যা ভারতী এবং আওয়ার লেডি কুইন অফ দ্য মিশন স্কুলে গানের শিক্ষকতা করেন। সতিাই তো যিনি এতরকমের গান অনেক গুণীর শিক্ষায় অত সুন্দরভাবে গেয়েছেন তবু তাঁর গানের তরী রবীন্দ্রসংগীতের ঘাটে কীভাবে ভিড়লো! সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের সোজা উত্তর রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অনুরাগ প্রথম থেকেই, কিন্তু ঘটনাচক্রে সব রকমের গান গাইবার ও শেখাবার সুযোগ এসে গিয়েছিল। আকাশের তারা হয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন বছর তিন অতিক্রান্ত। রবীন্দ্র সঙ্গীতে বহু শিল্পী তৈরি হয়েছেন। তারা এমনকভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত পেয়েছেন যে সেখানে হার মেনে বাংলার আধুনিক গান। এক সময়ে মাম্মা দে পয়নত বলেছিলেন যে কবিগুরু এমন সব শব্দ পছন্দ করে গান লিখে গিয়েছেন যে তাঁর গান চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। কথটা কতখানি সত্য তা আজকে প্রমাণিত। আসলে গান গাইলে হয় না। গান নিয়ে ভাবনা এবং গবেষণা করতে হয়। তবেই গান শিল্পীরা কাছে এসে ধরা দেয়। নাহলে কীকল্প সঙ্গীত কোনও কালে কারোর কাছে অতি সহজে ধরা দিতে রাজি হয় না। সাধনার দরকার। সান্নায়া সিদ্ধিলাভ করতে পারলে তবেই রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হওয়া যায়। কিশোর কুমারও রবীন্দ্র সঙ্গীত গান গাইতেন। তিনি কবিগুরু গানকে কুবই পছন্দ করতেন। শচীন কর্তা তো রাইল্ড প্রেমিক ছিলেন। তিনি বলতেন কবিগুরু এমন সব সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন তা চিরকায় সঙ্গীত জগতকে উজ্জ্বল করে রাখবে। সত্যজিৎ রায় তো বলতে গেলে রবীন্দ্র ভক্ত। তিনি তাঁর অধিকাংশ বইতে রবীন্দ্রধারাকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন।

আকবরী মোহর

সে দিন খুব বাড় উঠেছিল। সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। সেই ঝড়ের মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে আম, জাম কুড়োতে আশ্রমের উত্তরায়ে ছুটে বেড়াছিল একরাশ মেয়েটি। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি সেই বাড় ক্রমশ ভাঙ্বর। মেয়েটির চোখ পড়েছিল বাড়িতে। সাদা চুল, সাদা গায়ে-দাড়ি আর অপূর্ব দুটি চোখ নিয়ে একজন তাকিয়ে আসেন একজন। চমকে উঠে মেয়েটি। এটাই তো শান্তিনিকেতন আশ্রম! দাদু কাছে ডেকে প্রশ্ন করেন, গান জান? সে মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’। শোনা দেখি! মেয়েটি অবলীলায় গেয়ে গায়। মানুষটা মুগ্ধ। এভাবেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অণিমা মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ ঘটেছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের উত্তরায়ণের ‘শ্যামলী’ বাড়ির দাওয়ায়। সেই বিকেলেই অণিমা নাম বদলে কণিকা রাখলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সেই অল্প কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর মধ্যে যারা সেরেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠাকুর তাঁর গান রেখে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সাহিত্যিক দেবেন রায় লিখেন, ‘গায়ক সংগীতটি রচনা করে তুলছেন শব্দ, সুর দিয়ে। এ রচনার আগে ঐ সংগীতটি রচিত না। প্রতিটি গাওয়াই মৌলিক রচনা। প্রতিবারই গানটি নতুনতন চলিত হচ্ছে, রচনার প্রয়োজন হচ্ছে গাওয়া হচ্ছে, গাইতে-গাইতে শোনা হচ্ছে। একজনই এই তিন কাজ করছে কোনও অলৌকিক গায়নে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল সেই অলৌকিক গায়ন দক্ষতা।’ ছোট্ট মোহরকে খুব ভালবাসতেন গুরুদেব। বাক্তিগতভাবে নজর দিতেন তাঁর গানের উপর। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেই গান গাওয়ার তালিম নিয়েছিলেন মোহর। ‘নটীর পূজা’ নাটকে রত্নাবলীর চরিত্রে অভিনয়েস সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ডাক নাম ‘মোহর’ নামে না ডেকে, ‘আকবরী মোহর’ বলে ডাকতেন। এর কারণ বোধহয় সবাট আকবরের তৈরি মোহর যেমন তার পূর্ববর্তী সম্রাটদের তৈরি মোহরের থেকে আলাদা ছিল, তেমনই তাঁর সাম্রাজ্যের পরিচয় প্রতীক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশাল মূল্য ভারতে। কণিকা তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে এক দিকে যেমন অন্যান্য গায়কদের থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন, অন্য দিকে ভারতীয় সঙ্গীতে রবীন্দ্রগানের সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কত লোকের নামকরণ করে দিয়েছিলেন তা আজও আজানা রয়ে গিয়েছে। যাদের আসল নাম কেউ বলতে গেলে জানেই না।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিতাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম।

কল্লেরার রোগ থেকে মানব

সমাজকে রক্ষা করেন মহলানবীশ

রবীন্দ্রকুমার শীল
আজ ডা. দিলীপ মহলানবীশ মহাশয়ের চিকিৎসকরা ছাড়া খুব বেশি মানুষ জানেন না। অথচ তাঁর আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশেষত শিশুদের জীবন বাঁচি়ে গেছে। ও আর এসের আবিষ্কারের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিশেষত আপৎকালিন



পরিস্থিতিতে কীভাবে ও আর এস ব্যাবহার করে অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচানো যায়, তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন। এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সুবর্ণ জয়ন্তী ও বাঙালী চিকিৎসক। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ঢাকার রাস্তা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কি ব্যপার? কিদের জন্য এই নিরাপত্তার কড়াকড়ি? বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে রাষ্ট্রপ্রধানেরা ঢাকায় এসেছেন। এসেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা। আর এসেছেন সারা বিশ্বের নামকরা বৈজ্ঞানিক আর চিকিৎসকেরা। সকলেই এসেছেন এক বিশেষ সম্মেলনে যোগ দিতে। কিসের জন্য এই সম্মেলন? পচিশ বছর আগে ঢাকা এবং কলকাতার একঝাঁক বাঙালী এবং আমেরিকানদের যৌথ প্রচেষ্টায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছিল। সভাতার ইতিহাসে এর সমতুল্য মানবিক আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা নব জীবন ফিরে পেয়েছে এই আবিষ্কারের ফলে। সেই মহান আবিষ্কারের রজত জয়ন্তী পালনের উপলক্ষ্যে এই সম্মেলন। আজও দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা এবং চিকিৎসকেরা এই আবিষ্কারের কথা উঠলেই শ্রদ্ধার সাথে বাঙালীদের অবদানের কথা স্মরণ করে। এখনও তাদের কাজ রেফারেন্স দেওয়া হয়। আবিষ্কারটি

হলো ‘ওরাল রিহাইড্রেশান সল্ট’ বা সংক্ষেপে ওআরএস। অসংখ্য কলেরা এবং অন্যান্য ডাইরিয়া রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে এই অসাধারণ পানীয়। আবিষ্কারটি অসাধারণ হলেও এই পানীয় তৈরি করা কিন্তু অত্যন্ত সহজ। এক লিটার জলে ছয় চামচ চিনি আর অর্ধেক চামচ লবণ

মৃত্যুর মূল কারণ শরীরের জল শূন্যতা। তারা চেষ্টা করছিলেন এমন কোনো তরল আবিষ্কার করতে যা শিরায় প্রবেশ করিয়ে রোগীর দেহে জলের অভাব পূরণ করা যায়। তখনো পর্যন্ত চিকিৎসক দের ধারণা ছিল কলেরা অথবা অন্যান্য ডাইরিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের খাদ্য নালীর সাল্য অবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এসময় মুখে কিছু খাওয়ানো রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক। ১৯২০ সাল নাগাদ ডাইরিয়ার চিকিৎসা হিসাবে শিরায় তরল চালানো প্রথম বিেষের দেশ গুলিতে শুরু হয়ে গেল। সে সময় ডাইরিয়া না কমা পর্যন্ত রোগীদের স্যালাইন চালিয়ে সম্পূর্ণ উপোষ করিয়ে রাখা হত। এর ফলে মৃত্যু হার কিছুটা কমলেও সন্তোষজনক ভাবে কমছিল না। কারণ অধিকাংশ ডাইরিয়া আক্রান্ত রোগীর বয়স ছিল পাঁচ বছরের নিচে। তাদের পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত উপোষ করিয়ে রাখার ফলে তারা ভয়াবহ অপুষ্টির শিকার হত। ডাইরিয়া থেকে প্রাণে বাঁচলেও পরবর্তি কালে তারা বিভিন্ন রকম অপুষ্টি জনিত রোগে ভুগে মারা যেত। তাছাড়া হাসপাতালে থেকে এই চিকিৎসা ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। তা ছিল কেবলমাত্র উচ্চ বিস্তের নাগালের মধ্যে। শিরায় যে তরল চালানো হত, তাও বিশেষ বিজ্ঞান সম্মত ছিল না। একেক হাসপাতালে একেক রকম তরল চালানো হত। কয়েক জায়গায় ডাইরিয়া রোগীদের রক্ত পর্যন্ত চালানো হত। যার ফলে হাস পাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ।

১৯৪০ সালে ডাক্তার ড্যানিয়েল ডারো বিভিন্ন ডাইরিয়া রোগীদের পায়খানায় জল ও নানা রকম ইলেক্ট্রোলাইটের পরিমাপ করে এক বিশেষ স্যালাইন প্রস্তুত করলেন। এই তরলে ছিল গ্লুকোজ, পটা শিয়াম এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড। ডারো সাহেবের এই আবিষ্কারের পর হাসপাতালে ডাইরিয়ায় মৃত্যু হার অনেকটাই কমানো গেল। তিনি প্রথম ডাইরিয়ার ফলে দেহে অভ্যন্তরে জল ও অন্যান্য ইলেেক্ট্রোলাইটের যে পরিবর্তন হয়, তা পরিমাপ কর লরলেন। ফলে ডাইরিয়ার চিকিৎসাও অনেকটা বিজ্ঞান সম্মত হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পরেও সারা বিশ্বে ডাইরিয়ায় মৃত্যু হারের বিশেষ পরিবর্তন হলো না। কারণ ডাইরিয়ার মহামারী মূলত হত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয়। সেখানে না ছিল ডারো সাহেবের স্যালাইন চালানোর উ পযুক্ত

বউবাজারের হালদার বাড়ির কালীপূজো

সপ্তর্ষি ঘোষ
বৌবাজার হালদার বাড়ির ঐতিহ্যময় কালীপূজো। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজো দিয়ে শুরু হয় বাঙালির উৎসব মরশুম। তারই অঙ্গ হিসাবে কার্তিক মাসের আমাবস্যায় কালীপূজো। কালী পূজো মানেই আলোর উৎসব। কালকে থ্রাস করেন বলেই তিনি কালী। দেবী কালিকা অশুভ শক্তিশানিশী। একদিকে তিনি



সমস্ত ধ্বংসলীলার কক্ৰী, অন্যদিকে সৃষ্টির বিজও তার মধ্যে প্রস্তুটিত আছে। জগতের সৃষ্টি আর ধ্বংসের যে লীলা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, তাকেই দেবী কালিকা সংযুক্ত করে রেখেছেন।

কলকাতা শহরে বেশ কিছু বৈদি পরিবার আছে, যারা নিষ্ঠা, ঐতিহ্য ও পরম্পরা বজায় রেখে প্রতিবছর কার্তিক মাসের আমাবস্যায় নিজ গৃহে শক্তি আরাধনায় ব্রতী ছন। মধ্য কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে ১৫ নম্বর রমানাথ কবিরাজ লেনের হালদার বাড়িতে কালীপূজোর সূচনা হয় ইংরেজি ১৭৫০ সালে। সুপ্রচািত করেন আদিপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ হালদার। এবার এদের পূজো ২৭৬-তম বর্ষে পদাণ্ড করল। শুরু থেকে একই

ছিলেন রাখালদাস হালদার। ক্যালকাটা ক্লাবের প্রথম দশজন ভারতীয় সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাখালদাসবাবু। হালদার পরিবারের পক্ষে নিসন্দেহে এটি শ্রাধার বিষয়। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় প্রথম টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হয় যে পঞ্চাশটি, তার মধ্যে একটি ছিল হালদার পরিবারের। সেটি এখনও সবস্বে রক্ষিত আছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে হালদার পরিবারের সদস্যদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। যাটের দশকে ভ্রদান যজ্ঞের সময়ে আচার্য বিনোবা ভাবে বেশ কিছুদিন হালদার বাড়ির দোতলায় অবস্থান করেছিলেন। দুর্গাপূজোর মহাষ্টমীতে প্রতিমার প্রতি পদ থেকে বস্ত্রীরা মধ্যে কাঠামোর কাঠ সংগ্রহ ও সূত্রধর দিয়ে কাঠামো তৈরী করে রাখা হয়। মহাষ্টমীতে কাঠামো পূজোর পর মুংশ্রীলীকে বায়না দেওয়া হয়। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজো থেকে ঠাকুরদালানেই প্রতিমা তৈরী শুরু হয়। কুমোরটুলির একই পরিবারের শিল্পী তিনপুরুষ ধরে প্রতিমা তৈরী করছেন।

ডাকের সাজে সজ্জিতা দক্ষিণাকালী মূর্তি। কৃষ্ণনগর থেকে দুই জন্ম শিল্পী (বিজয় ঘোষ ও বাবুল বোস) এসে প্রতিমাকে সাজান, যে সাজ সতিই দুষ্টিনন্দন। শিল্পী বাবুল বোস পূর্বতন ইউনাইটেড ফার্ম এক ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। পিছনের চালচ্চিত্রও দর্শনীয়। হালদার বাড়ির কালীপূজোয় কিছু প্রাচীন প্রথা আজও বজায় আছে। পূজো শুরুর মুহূর্তে বাড়ির সব বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে মণ্ডপ এবং সমস্ত বাড়িতে মোমবাতি জ্বলে দেওয়া হয়। সে এক অভাবনীয় দৃশ্যবায় পরিবেশ, চাক্ষু না করলে উপলব্ধি করা যায় না। আগে পশুবলির প্রথা থাকলেও ১৯৪৬ সাল থেকে বলি বন্ধ হয়ে

হাসপাতাল, না ছিল এই বিপুল সংখ্যক রোগীকে সামলানোর মত প্রচুর চিকিৎসক অথবা দক্ষ স্বাস্থ কর্মী।

অধিকাংশ মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে এই চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ ছিলেন। তিনি তখন চিন্তা করেছিলেন তরল দিয়ে হাস পাতালের বাইরেও রোগিদের খুব কম খরচে সারিয়ে তোলা যাবে। তিনি এই তরল আবিষ্কার করতে পারেননি। ১৯৫৩ সালে ফিসার ও পার্সন সাহেব ইঁদুরের অঙ্গে গ্লুকোজের উ পর নির্ভরশীল সোডিয়াম ও জল শোষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। কিন্তু তাঁরা চিকিৎসক ছিলেন না এবং ডাইরিয়ার চিকিৎসায় এই আবিষ্কারের যে বিশেষ ভূমিকা আছে সেটা তাঁরা বুঝতে পারেননি। এরপরে বিভিন্ন ব্যক্তি গ্লুকোজের উপর নির্ভরশীল সোডিয়াম পাম্প নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকেরা বুঝতে পারলেন ডাইরিয়ায় শরীরে জলের অভাব পূরণ করতে হলে পানীয়ে উপযুক্ত পরিমাণে গ্লুকোজ ও লবণ মেশাতে হবে।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিপিন্সে কলেরা দেখা দিল। ডাক্তার ফিলিপস ম্যালীসা বিশ্বাস করতেন মুখে খাওয়া বিশেষ পানীয়ের মাধ্যমে কলেরার প্রতিরোধ করা সম্ভব। তিনি গ্লুকোজ ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণ পান করিয়ে কয়েক জন কলেরা রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ অবস্থা। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে কলেরায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা মারা পড়ছে। ডাক্তার থিনাউ ডাক্তার হির্সকর্ন, ডাক্তার ডেভিড সাচার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বাঙালী ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশের খ্যাতির মোহও ছিল না। অর্থের লোভও ছিল না। ওআরএস ব্যবহার করে অধিকাংশ রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠল। কলকাতার ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশ বনগা উদ্বাস্ত শিবিরে কলেরায় আক্রান্ত রোগীদের ওআরএস দিতে শুরু করেন। তিনি প্রচুর রোগীর চিকিৎসা করে তাঁদের সুস্থ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন এমারজেন্সির সময়ে ওআরএস কলেরার অবর্থ্য ওযুধ। সেই আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশকে নোবেল পুরস্কার কমিটি নোবেল দেয় নি। বর্ষিত করেছিল তাঁকে। তার নিয়ে তাঁর কোনও দ্বন্দ্বত ছিল না। তিনি বারোজন ডাক্তার ছিলে নয় মানুষের জীবনকে রক্ষা করাটা বড় কাজ।

বাংলায় শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা রয়েছে

নিত্যানন্দ কর্মকার

বাংলায় শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভক্তগীতির পাশাপাশি শ্যামা সঙ্গীতও বাংলায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। বৈষ্ণব পদাবলী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বড়ু চণ্ডীদাস, জয়দেব এবং শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে। ‘রামায়ণ’ গান এবং ‘মহাভারত’ পাঠ বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’ পাঠের পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীকে নিয়ে এসেছিলেন বড়ু চণ্ডিদাস এবং কবি জয়দেব। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব পদাবলী পণ্ডিতদের দিকে তেঁেৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু শাক্ত পদাবলী বাংলায় জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে তন্ত্রসাধক রামপ্রসাদ সেন। গিরিশ সঙ্গীত রচনা করে বাংলা সঙ্গীত জগতে নতুন ধারার প্রভাবিত করলেন। শুধু তিনি নন পাশাপাশি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণনগরের দত্তস্বাধক রামপ্রসাদ সেন। গিরিশ সঙ্গীত রচনা করে বাংলা সঙ্গীত জগতে নতুন ধারার প্রভাবিত করলেন। শুধু তিনি নন পাশাপাশি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে তাঁর রাজসভার কবি করে নিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যেমনভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলায় একটি অন্যতম সঙ্গীতের অংশ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি সাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে বাংলার সঙ্গীতের ধারন বৈয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে বাউল এবং কীর্তনের সুর শোনা যেত। ‘আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি নে মা’ – তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়েও রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীর ভজনা করতেন। পূজা অর্চনা তিনি করতে জানতেন না। সারাদিন সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভাকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তন্ত্র সাধনায় মন্ত্র পাঠে এর চেয়ে সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে শ্যামার আরাধনা করার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁরা যেমন সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছিলেন তাকে আধুনিক রূপ দিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করলেন পামালাল ভট্টাচার্য। বলা যেতে পারে শ্যামা সঙ্গীতের আধুনিক রূপকার হচ্ছেন পামালাল ভট্টাচার্য। ‘মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না ফুরিল, সন্করই ফুরিয়ে যায় মা’- এই শ্যামা সঙ্গীতটি বাংলার ঘরে ঘরে এখনও শুনতে পাওয়া যায়। শ্যামা সঙ্গীত যে কীর্তন এবং বাউলের সুর ছিল তাকে একেবারে বাদ দিয়ে আধুনিক সুর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে থাকলেন পামালাল ভট্টাচার্য। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর নিকট আত্মীয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তিনি

পাঠকদের দরবার ‘সঙ্গীত জগতে হেমন্ত’

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

তোমার রেকর্ড, আর তুমি চূপ করে দাঁড়িয়ে আছো। দাও শুনি। হেমন্ত মুখার্জীর গল্প। সেই ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর। এক তরুণ ছেলোটি প্রথম নিজের গলা শুনলো রেকর্ডে। তখন কে জানত, এই ছেলোটিই একদিন বাংলা সংগীতের ইতিহাস বদলে দেবে! আজ আমরা ফিরে যাছি সেই শুরু দিনের কাহিনিতে-কীভাবে এক সাধারণ ছাত্র থেকে জন্ম নিলেন মহান শিল্পী, হেমন্ত মুখার্জী। যাদবপুরে পড়ার সময় হেমন্ত মুখার্জীর গানের রেওয়াজটা আবার বাড়ল। নতুন নতুন বন্ধু হল। গানে তাদের খুব উৎসাহ। কলেজের ফাংশানে তো তখন তিনি বাঁধা আর্টিস্ট। সেই সময় হেমন্ত মুখার্জীর বাবা একদিন বললেন, ‘কী রে, রেকর্ড করবি?’ এরপর বাবাই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বাবার বন্ধু শান্তি বসু তাঁকে নিয়ে গেলেন শৈলেশ্বর দত্তগুপ্তের কাছে। শৈলেশ দত্তগুপ্ত তখন কলম্বিয়া আর এইচ.এম.ভি-র নামকরা সুরকার। ওঁর সুরে তখন ছোটো বড়ো সবাই রেকর্ড করছে। ওঁরই সামনে তাঁকে গানের জগতে পাঠিয়ে দিলেন শৈলেশদা। একটা গান। ‘বল গো বল মোরে’। আর ইনি পুরো গান না শুনেই রায় দিয়ে দিলেন। তাঁকে ভালবেসে না তাঁর গলাকে ভালবেসে সেদিন বুঝতে পারেননি হেমন্ত মুখার্জী। বুঝেছিলেন অনেক পরে। কিন্তু সেই প্রথম দিন থেকেই উনি হয়ে গেলেন তাঁর ‘শৈলেশদা’। এর অনেক পরে একদিন শৈলেশদা তাঁকে বলেছিলেন, ‘মানুষকে বুঝতে যদিও বা আবার ভুল হয়, মানুষের প্রতিভা বুঝতে আমার কখনও ভুল হয় না।’ যাইহোক, রেকর্ডের জন্যে দুটো গান তাঁকে শিখিয়ে দিলেন শৈলেশদা। একটা গান; ‘বল গো বল মোরে’। আর অন্যটা; ‘জানিযে যদি গো তুমি’। দুটো গানই নরেশ্বর ভট্টাচার্যের ছেলোটাকে টেস্ট করে। গায় ভালো। ‘শৈলেশ দত্তগুপ্ত মশাই তাঁকে বললেন, ‘কী গান কর?’ আধুনিক? তা বেশ, গাও একটা।’ হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে হেমন্ত

আধুনিক গানের শিল্পী থাকলেও তিনি শ্যামা সঙ্গীতকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে শ্যামা সঙ্গীত নিজের কণ্ঠে গেয়ে শোনাতেন। ঠাকুর নরেনের গলায় শ্যামা সঙ্গীত শুনতে খুব ভালোবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের নাটোবর নরেনকে ঘিরে বহু ভক্ত তাঁর গান শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনের গলায় শ্যামা সঙ্গীত শুনে কখনও কখনও বিভোর হয়ে যেতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন মাম্মা দেব কাকা কানা কেষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র দে। তিনি দরাজ গলায় শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে সঙ্গীতকে মুগ্ধ করে দিতেন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষও শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং সারদা দেবীকে শোনাতেন। গিরিশ ঘোষ বহু নাটকে শ্যামা সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন।

শ্যামা সঙ্গীত শুনতে সিস্টার নিবেদিতা খুব পছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। বিপ্রদীপের প্রধান পূজো ছিল কালী পূজো। কালী পূজো যেমন ডাকাভদরে পূজো ছিল ঠিক তেমনি আবার কালী ছিল বিপ্রদীপের মুখ্য দেবী। কাজী নজরুল বহু শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ বলেও হিন্দুদের বেবেদীয় নিয়ে বহু সঙ্গীত যেমন রচনা করেছেন পাশাপাশি তিনি আবার মা কালীকে একেবারে মানবী রূপ দিয়েছেন। মা কালীকে মানবী রূপ দিয়েছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। সেই হাখে অসল্লাল কবে পরবর্তীকালে সঙ্গীত শিল্পীরা বহু গান রচনা করেছেন। ‘দে মা আমার তবিলদারী, আমি নেকমহারাম নই মা শঙ্করী -এই সব গানের মধ্যে দিয়ে মা কালী একেবারে আপন করে নিয়েছিলেন বাংলার সঙ্গীতশিল্পীরা।

এক সময়ে আধুনিক গানের প্রভাবকে অতিক্রম করে শ্যামা সঙ্গীত বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল বলিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য। মানবের মুখোপাধ্যায়ও বহু সময়ে আধুনিক গান ছাড়াও শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। কোকিল কবী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন শ্রোতাদের সামনে। আসলে শ্যামা সঙ্গীতটা বাংলার নিজস্ব ঘরনা। উচ্চাঙ্গের দ্বারা সঙ্গীত রচনা এবং তাতে সুর দিয়ে বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীত জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিহারের বহু স্থানে এখনও শ্যামা সঙ্গীত গাওয়ার রওয়াজ আছে। বহু মুসলমান শিল্পীরা শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। বিশেষ করে সুকী সম্প্রদায়ের কবিরা।

জন্মদিনের পার্টিতে গুলিবিদ্ধ যুবক-পুলিশের জালে গ্রেপ্তার ১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১৭ অক্টোবর : জন্মদিনের পার্টিতে গুলিবিদ্ধ এক যুবক, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। পুলিশ তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আরও কয়েকজনের খোঁজ তল্লাশি চালাচ্ছে বহরমপুর থানার পুলিশ।। ঘটনার পেছনে মূল কারণ কী? তা জানতে ধৃতদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। অপরাধিকে আহত যুবক মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত ওই যুবকের নাম সৌরভ রায়। গত ১৫ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন ছিল। স্থানীয় ফাঁসিতলা এলাকার একটি বাড়িতে জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে ২০ জনের বেশি আমন্ত্রিত ছিল বলে দাবি। জন্মদিনের পার্টি চলাকালীনই বন্ধুদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। যা পরে ব্যাপক আকার নেই। তার মখেই এক যুবক হঠাৎ করেই বন্দুক বের করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলি লাগে সৌরভের পায়ে। কোনওরকমে রক্ষা পান। যদিও গুরুতর অবস্থায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বহরমপুর থানার পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে প্রথমে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, পরে আরও ১১ জনকে আটক করে পুলিশ, যার ফলে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সবাই লালবাগের আমনিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি, আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

‘আমার পাড়া আমার সমাধান’ প্রকল্পে ব্যক্তিগত জমিতে রাস্তার কাজ! গলসিতে চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ অক্টোবর : ‘আমার পাড়া আমার সমাধান’ প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তিগত জমিতে সরকারি ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের গলসি ২ নং ব্লকের কুরকুবা গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ, জমির মালিকদের অনুমতি ছাড়াই ওই জমির উপর সরকারি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কুরকুবা মৌজার দাগ নম্বর ১৯২৭-এ সৈয়রা বেগম ও আব্দুল মাবুব মোল্লার নামে প্রায় পাঁচ শতক জমি রয়েছে। সেই জমির মধ্যেই প্রায় ৬০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। জমির মালিক খায়রুজামান মোল্লা ও সহিদুল মোল্লা জানান, আমাদের অনুমতি ছাড়াই সরকারি প্রকল্পের নামে ব্যক্তিগত জমিতে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। আমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি গলসি ২ নং ব্লকের বিডিও মৈত্রেয়ী ভৌমিকাকে লিখিতভাবে জানিয়েছি। বিডিও মৈত্রেয়ী ভৌমিক জানান, অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, রাস্তা নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অনুমতির কোনো নথি দেখাতে চাননি। পাশাপাশি, স্টক পরেন্ট থেকে আনা বালির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়। তবে স্থানীয় কিছু বাসিন্দার দাবি, রাস্তা না হলে অন্তত তিন-চারটি পরিবার চরম যাতায়াত সমস্যার মুখে পড়বে। কুরকুবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ হেফজুর রহমান বলেন, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজ স্থানীয় মানুষের দাবিতেই শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জমির অভিযোগ এসেছে- আমি উভয়পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, ব্যক্তিগত জমিতে অনুমতি ছাড়া রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ঠিকানার কোনো বৈধ কাগজ দেখাতে পারেননি। আমাদের মতে ‘আমার পাড়া আমার সমাধান’ প্রকল্প আসলে ভোটারে আগে তৃণমূল নেতাদের কামান্নি পাইয়ে দেওয়ার একটি পথ। সরকারি প্রকল্পের কাজ ধিরে ব্যক্তিগত জমির মালিকানা প্রশ্নে জটিলতা তৈরি হওয়ায় এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক।

সল্টলেক সেক্টর ভি মেট্রো স্টেশনে আরও দুটি এএফসি-পিসি গেট খোলা হয়েছে

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : মেট্রো ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে সল্টলেক সেক্টর মেট্রো স্টেশনে আরও দুটি এএফসি-পিসি (স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ-যাত্রী নিয়ন্ত্রণ) গেট খোলা হয়েছে। এই নতুন গেটগুলি গ্রিন লাইনের যাত্রীদের সরাসরি প্রদত্ত এলাকা থেকে প্রদত্ত এলাকায় প্রস্থান করতে সক্ষম করবে এবং যাত্রীদের মসৃণ এবং অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে। এই দুটি নতুন এএফসি-পিসি গেট যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে, সল্টলেক সেক্টর ভি মেট্রো স্টেশনে এখন ১৩টি স্মার্ট গেট কার্যকরভাবে ভিড নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে। এই ১৩ টি গেটের মধ্যে ৫ টি গেট একচেটিয়াভাবে প্রবেশের জন্য, ৬টি গেট একচেটিয়াভাবে প্রস্থানের জন্য এবং ২টি গেট দ্বিমুখী, যা টোকেন, স্মার্ট কার্ড এবং কিউআর কোড-ভিত্তিক টিকিট নিয়ে ভ্রমণকারী যাত্রীদের প্রবেশ এবং প্রস্থান উভয়ই সহজ করে তোলে। এই দুটি দ্বিমুখী গেটের মধ্যে একটি হলটেকসার- গামী যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত, যাতে অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং আরাম নিশ্চিত করা যায়। যাত্রীরা এই গেটে তাদের মেট্রো টোকেন বা স্মার্ট কার্ড পাঞ্চ করতে পারেন। এছাড়াও, গেটগুলিতে কিউআর কোড স্ক্যানার রয়েছে, যার ফলে কিউআর কোড-ভিত্তিক টিকিটধারী যাত্রীরা স্টেশনে সহজেই প্রবেশ বা প্রস্থান করতে পারবেন। আমরা ‘AAMAR METRO’ নিয়ে গর্বিত। বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে, যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল কিউআর টিকিটের মতো ডিজিটাল টিকিটই পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রেরণা করা হচ্ছে, যা Aamar কলকাতা মেট্রো অ্যাপের মাধ্যমে বা রিচার্জের সময় বুকিং করলে ৫ বোনাসছাড়ের সাথে আসে। যাত্রীদের যেকোনো সময় টিকিট বুক করতে বা তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে এবং মূল্যবান সময় বাঁচাতে ‘Aamar কলকাতা মেট্রো’ অ্যাপটি ডাউনলোড করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রজ্ঞা মেইলের চতুর্থ বহুভাষিক জাতীয় কবি সম্মেলন, ২০২৫

নয়াদিল্লি, বিশেষ প্রতিনিধি, ১৭ অক্টোবর : প্রজ্ঞা মেইল বহুভাষিক জাতীয় কবি সম্মেলনের কমিটি বৈঠকের পরে, কমিটির সভাপতি ও প্রজ্ঞা মেইলের সম্পাদক অরুণ কুমার বর্মন একটি ঘোষণা জারি করেছেন যে, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রজ্ঞা মেইলের আয়োজিত একদিনের বহুভাষিক কবি সম্মেলন, ২০২৫, এবার বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ধরনের হবে। এবার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহুভাষিক কবিদের দ্বারা কবিতা পাঠ করা হবে। তবে অনুষ্ঠানে একযেয়েমি এড়াতে বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক গানের ও সঙ্গীতেরও সুযোগ দেওয়া হবে। এতে নিম্নলি্ল দর্শকরা নাচ, সঙ্গীত, কাণ্ডোগিলি ইত্যাদি উপভোগ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত, এবার দুপুর ২.৩০টা থেকে ৭.৩০ টার মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন তাঁর মহিমা জোমান কোকা (গভর্নর, হস্তিশগড়) এবং কৃপানাহ মল্লাহ, প্রজ্ঞা মেইলের রক্ষক এবং আসামের সংসদ সদস্য, যারা সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে বিশেষ স্বীকৃতির সঙ্গে সম্মানিত করবেন। জাতীয় উপদেষ্টার বক্তব্য অনুযায়ী, এইবার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো দেশের মধ্যে শান্তি এবং সম্ভাব প্রচার করা। কমিটি আলোকানায় মূলতঞ্চঃ জাতীয় উপদেষ্টা রত্নজ্যোতি দত্ত, সাগর সরকার (জাতীয় প্রচারক), দেবজ্যোতি রায় (জনসংযোগ), দীপক চৌধুরী (মূল আয়োজনকর্তা), আশিস মুরালাদানী (মঞ্চ আয়োজনকর্তা) প্রমুখরা ছিলেন। অনুষ্ঠানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, বিশেষত বাজেট, সম্পদন, বিজ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের সামগ্রিক রূপরেখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অত্যাধুনিক কবচ ল্যাব মডেলের উদ্বোধন

মালিগাঁও, ১৭ অক্টোবর : পান্ডুর সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম মেশ্পালাইজড ট্রেনিং সেন্টারে আজ



উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব একটি অত্যাধুনিক কবচ ল্যাব মডেলের উদ্বোধন করেন। এই উন্নত সুবিধাটি চালু হওয়া ভারতীয় রেলের সুরক্ষা, স্মার্ট এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেন পরিচালন যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কবচ, ৪ জুলাই ২০২০ তারিখে নেসনেল অটোমোটিক ট্রেন প্রোটেকশ্যান (এটিপি) সিস্টেম হিসেবে গৃহীত আধুনিক ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দেশীয়ভাবে নির্মিত উন্নত সুরক্ষা প্রযুক্তি। এই সিস্টেমটি ট্রেনের সর্ধ্বর্ধ রোধ, সিগন্যালের দিক গুলি কন্ট্রোলভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করার এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ছাড়াতে স্মার্কিভাভাবে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি শূন্য দূরটোনা মিশন অর্জনের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের দু ট

কালিম্পংয়ের ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ভূমিধস, নাকাল পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : আবার ভূমিধস ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। একমুখী যান চলাচল জারি রয়েছে তবে তীব্র যানজটে নাকাল পর্যটকরা। চারদিন বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার চালু হতে তারখোলায় ভূমিধস নামে। পাহাড় ধসে বোম্ভার, মাটি গড়িয়ে নামায় জাতীয় সড়কের উভয় লেন বন্ধ হয়ে যায়। শুক্রবার সকালে ধস সরিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হলেও ২৯ মাইল গেইলখোলায় একমুখী করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে যানজট এড়াতে বিকল্প রুটে চলাচল করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তারখোলায় ভূমিধস নামে। তার আগে ১৩ অক্টোবর দুপুর থেকে ১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চারদিন সেভক থেকে রংপুর পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ ছিল। ওপে পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় সড়ক খুলেছে তাই বেশ আশায় ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকরা। কিন্তু ওইদিন সন্ধ্যাবেই১০ মাইলের তারখোলায় হুড়মুড়িয়ে পাহাড় ভেঙে সেটা জাতীয় সড়ক ফের অবরুদ্ধ হয়। জাতীয় সড়কের দু’পাশে গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে। রাতভর ধস সরানোর পর শুক্রবার সকাল থেকে একমুখী যান চলাচল শুরু হয়। তীব্র যানজটে নাকাল দশা হয় পর্যটকদের। মেল্লি, লাবারবোটািয় বিরাট যানজট ছিল। পুরকদের ঘুরপথে যাতায়াতের পরামর্শ দেয় প্রশাসন। অভিযোগ, শিলিগুড়ি থেকে সকালে রওনা হয়ে অনেক পর্যটক বিকেলেও গ্যাংটকে পৌঁছাতে পারেনি। রাজা হুকা ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, বিকল্প রুটগুলোর পরিস্থিতি ভালো নেই। তাই যানজটার বদ্ব্যপ্তা লেগেই আছে। ভরা পর্যটন মরশুমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বারবার বন্ধ হবে তাবা যায় না।

কালীপুজো-দিওয়ালিতে বাজি পোড়ানোর সময় বেধে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : দূষণ কমাতে কালীপুজো এবং দিওয়ালির সময় শব্দবাজি পোড়ানো রোধ করাই কলকাতা পুলিশের বড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ ইতিমধ্যে নদরপারি বাড়িয়ে এবং একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, বাজি পোড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছে, যার বাইরে বাজি পোড়ালে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ জানায় পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে,আগামী সোমবার কালীপুজো ও দিওয়ালিতে রাত ৮টা থেকে ১০ টার মধ্যে বাজি পোড়াতে হবে। আগামী ২৮ অক্টোবর ছটপুজোয় সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বাজি পোড়ানো যাবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার পর বাজি ফাটলে পেতে হবে শাস্তি। সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা হাই কোর্ট এবং রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশ মেনে প্রতিটি থানার অফিসার ইন চার্জকে পদক্ষেপ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ফানুস ও নিষিদ্ধ বাজির দাপটে লাগাম টানতে দীপাবলির প্রাক্কালে সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে পুলিশের চিড়নি তল্লাশি। লালবাজারের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মহানগরে ২৫৭২ কিলো নিষিদ্ধ শব্দবাজি ও বেআইনি আসবাবজি পুলিশ উদ্ধার করেছে। ২১টি মামলায় মোট চারজন গ্রেপ্তার। তারও আগে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ৮ টি মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ৪২৫ কিলো বাজি উদ্ধার হয়। এখনও পর্যন্ত ২৯ টি মামলায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করে ২৯১৬ কিলো নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাজি বিক্রেতাদের হাতে সবুজ বাজি নির্মাতাদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যে বাজি তৈরি করবেন, শুধু সেগুলোই ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনও দোকানো লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে ফানুস বিক্রি না হয় তা নিশ্চিত করতে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। লালবাজারের দাবি, ফানুস নিয়ে পুলিশ সতর্কতা ও সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার থেকে ঢালা, ময়দান, বেহালা ও কালিকাপুরে বাজির বাজার শুরু হয়েছে। ঢালা বাজারে সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর মাল্লা জানান, তাদের কাছে বাজি নির্মাতা ও বাজির তালিকা রয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী, বাজির বাজারে শুধুমাত্র দূষণহীন সবুজ বাজি বিক্রি হচ্ছে।

হরিণঘাটায় গ্রেপ্তার	একাধিক চক্র
পূর্ব রেলওয়ে	
সংযোধনী - চিফ মোটরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের ২০২৫ বর্ষের অক্টোবর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী সক্রান্ত বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সংযোধনী। বিইএসওয়াই, জামালপুর, হালিসহর, হাড়াডা ও শিয়ালদহ-এর ২০২৫ বর্ষের অক্টোবর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচিতে নিম্নলব্ধ কিছু আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে পায়ে এবং ডিপো ও ডিভিসনগুলির অন্যান্য তারিখগুলি অপরिवর্তিত থাকবে।	
ডিপো/ডিভিসন	অতিরিক্ত তারিখ
হালিসহর ডিপো	২৪.১০.২০২৫
হাড়াডা ডিভিসন	০৩.১০.২০২৫
শিয়ালদহ ডিভিসন	৩০.১০.২০২৫
বিইএসওয়াই ডিপো	৩১.১০.২০২৫
জামালপুর ডিপো	৩১.১০.২০২৫
(STORES-42/2025-26)	
টেজর বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.ec.indianrailways.gov.in/ www.reps.gov.in -এও পড়তে হবে	
আমাদের অনুসরণ করুন:  @EasternRailway  @easternrailwayheadquarter	

অবস্থার অনুকরণ করে, এই সুবিধাটি সিস্টেমের কার্যকারিতা, ক্রটি নির্ণয় এবং বিভিন্ন কবচ উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয়ের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করবে। এই উদ্যোগটি রেলওয়ে কর্মীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং প্রস্তুতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, যা নেটওয়ার্ক জুড়ে সুরক্ষা এবং আরও দক্ষ ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করবে। এই উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বমানের রেল পরিকাঠামো এবং রেল পরিচালনের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের উদ্ভাবন, সুরক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের উপর অব্যাহত মনোযোগ আরও জোরদার হবে।

 The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No.-10/Sub-II of 2025-26 for 01(One) No Works from bonafied resourcefeful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- 03.11.2025. Last date of receiving tender paper-06.11.2025.Sd/- S. ChakrabortyAssistant Engineer (PWD)Hooghly Construction Sub Division No-II Arambagh, Hooghly
 KHIRPAI MUNICIPALITY KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR Tender for- --"Construction of CC Road & Ghat at various site within Khirpai Municipal Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/NIT28 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at https://wbttenders.gov.inSd/- ChairmanKhirpai Municipality
 Office of the Banharishpur Gram Panchayat Notice Inviting E-Tender Office of the Pradhan, Banharishpur Gram Panchayat under Panchla Development Block, Dist.-Howrah has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice - 1) BGP/206/NleT-57/2025-26/15TH CFC SI No-01 Dated:-18/09/2025. Bid Submission end date(online) 28.10.2025 up to 16.00 Hrs. Time and Date for Opening of Technical Bids: 30.10.2025 at 16.00 Hrs.The details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at http://wbttenders.gov.inSd/-PradhanBanharishpur Gram Panchayat
 KHIRPAI MUNICIPALITY KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR Tender for- --"Construction of Public Toilet within Khirpai Municipal Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/NIT27 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at https://wbttenders.gov.inSd/- ChairmanKhirpai Municipality
 OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT UNDER MURSHIDABAD-JAGANJ DEV BLOCK PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302 e-mail: dahaparagp@gmail.comNOTICE INVITING Tender e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIT) No: 05/DGP/APAS/2025-26, Dated: 17-10-2025. The last date for OFFLINE submission of tender 30-10-2025 up to 12:00 Hours. For details please visit website https://wbttenders.gov.inMira Roy(Pradhan, Dahapara GP)

 KHIRPAI MUNICIPALITY KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR Tender for- --"Construction of Public Toilet within Khirpai Municipal Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/NIT27 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at https://wbttenders.gov.inSd/- ChairmanKhirpai Municipality
 OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT UNDER MURSHIDABAD-JAGANJ DEV BLOCK PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302 e-mail: dahaparagp@gmail.comNOTICE INVITING Tender e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIT) No: 05/DGP/APAS/2025-26, Dated: 17-10-2025. The last date for OFFLINE submission of tender 30-10-2025 up to 12:00 Hours. For details please visit website https://wbttenders.gov.inMira Roy(Pradhan, Dahapara GP)

 KHIRPAI MUNICIPALITY KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR Tender for- --"Repair and renovation of damaged Pry. School building within Khirpai Municipal Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/NIT30 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at https://wbttenders.gov.inSd/- ChairmanKhirpai Municipality
 পূর্ব রেলওয়ে পূর্ব রেলওয়ে অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিসন - কমাশিশাল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার’স স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-এসডিএইচ-১৮-২৫। অকশন কর্তৃ পক্ষ : সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএইচ। অকশন-শুরু (সেকন্ড কল) : ৩০.১০.২০২৫, দুপুর ১টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় : ৩০.১০.২০২৫, দুপুর ২টা। অটো এন্ট্রান্সমেন্ট (জোন: ১২০ সেকেন্ড) অটো এন্ট্রান্সমেন্টের সীমা : ১২০ সেকেন্ড। প্রাথমিক কৃষ্ণি অফ সময়সীমা : ৩০ মিনিট। ক্রয়ন্যায়ীরা ষ্টব বন্ধের ব্যবধান : ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এন্ট্রান্সমেন্ট : ১০ বার। সিস্টেমের নং, লট/ক্যাটাগরি, বিবরণ, লট বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নলব্ধ : এএ/১, এমপিএস-এসডিএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য পোয়ারডাল রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ১.৩০। এএ/২, এমপিএস-এসডিএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-২-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য হালিসহর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মার্ট নং ৪১/২২-এর নিকট মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ১.৪০। এএ/৩, এমপিএস-এসডিএইচ-এমজিটি-এমপিএস-৪-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য কালিডালা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ১.৪০। এএ/৪, এমপিএস-এসডিএইচ-এমজিটি-এমপিএস-৪-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য মরারহাট রেলওয়ে স্টেশনের বৃদ্ধি কালারিয়ার নিকট মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ২টা। ইউনিটের হার : বার্ষিক লাইসেন্স ফি প্রতিটির জন্য। ন্যূনতম বৃদ্ধি (শেডাশে) : ০.২ প্রতিটির জন্য। লস্টে স্ট্যান্ডার : ড্রাকট ক্যাটালগে নতুন প্রতিটির জন্য। (SDAH-231/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.ec.indianrailways.gov.in/ www.reps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন:  @EasternRailway  @easternrailwayheadquarter

 পূর্ব রেলওয়ে পূর্ব রেলওয়ে অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিসন - কমাশিশাল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার’স স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-এসডিএইচ-১৮-২৫। অকশন কর্তৃ পক্ষ : সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএইচ। অকশন-শুরু (সেকন্ড কল) : ৩০.১০.২০২৫, দুপুর ১টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় : ৩০.১০.২০২৫, দুপুর ২টা। অটো এন্ট্রান্সমেন্ট (জোন: ১২০ সেকেন্ড) অটো এন্ট্রান্সমেন্টের সীমা : ১২০ সেকেন্ড। প্রাথমিক কৃষ্ণি অফ সময়সীমা : ৩০ মিনিট। ক্রয়ন্যায়ীরা ষ্টব বন্ধের ব্যবধান : ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এন্ট্রান্সমেন্ট : ১০ বার। সিস্টেমের নং, লট/ক্যাটাগরি, বিবরণ, লট বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নলব্ধ : এএ/১, এমপিএস-এসডিএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য পোয়ারডাল রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-তে মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ১.৩০। এএ/২, এমপিএস-এসডিএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-২-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য হালিসহর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মার্ট নং ৪১/২২-এর নিকট মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ১.৪০। এএ/৩, এমপিএস-এসডিএইচ-এমজিটি-এমপিএস-৪-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য কালিডালা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ১.৪০। এএ/৪, এমপিএস-এসডিএইচ-এমজিটি-এমপিএস-৪-২৫-১ (এমপিএস - মার্টি পারাপাস স্টল), ৫ বছরের জন্য মরারহাট রেলওয়ে স্টেশনের বৃদ্ধি কালারিয়ার নিকট মার্টি পারাপাস স্টল (এমপিএস) (৫ ফুটx১০ ফুট) বর্বাদ করা, ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ২টা। ইউনিটের হার : বার্ষিক লাইসেন্স ফি প্রতিটির জন্য। ন্যূনতম বৃদ্ধি (শেডাশে) : ০.২ প্রতিটির জন্য। লস্টে স্ট্যান্ডার : ড্রাকট ক্যাটালগে নতুন প্রতিটির জন্য। (SDAH-231/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.ec.indianrailways.gov.in/ www.reps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন:  @EasternRailway  @easternrailwayheadquarter

 Mirzapur Bankipur Gram Panchayat Mirzapur-Bankipur, Singur, Hooghly E-Tender are invited of Pradhan Mirzapur Bankipur GP for different schemes from Reputed Vendors, NIT Memo NO- 416/MB/2025-26/SBM(G) Dated: 14/10/2025, Bid Submission End Date(Online) 04-11-2025 at 4.00 Pm. Bid Opening Date(Technical) - 07-11-2025 at 10.00 am. Details are available at the Gram Panchayat Notice Board and website https://wbttenders.gov.in.Sd/- PradhanMirzapur Bankipur Gram Panchayat
 Office of the Block Development Officer e-TENDER NOTICE Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 3665 & 3666/BDO, Singur dt. 16.10.25 for Construction of 63 nos. Civil works under APAS within Singur Development Block, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 10/11/25 & 11/11/25 respectively. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2025_ZPHD_926962_1 to 33) and 2025_ZPHD_927745 (1 to

গৃহস্থালী

কালীপুজোর মাটির প্রদীপ, আলপনায় ঘর সাজান এভাবে, রইল দারুণ টিপস

দীপাবলিতে কালীপুজো হয় বাংলায়। এই দিনে লক্ষ্মীপুজো হয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে অনেক বাঙালি



ঘরেও এদিন লক্ষ্মীপুজোর প্রথা প্রচলিত। দীপাবলিতে যে লক্ষ্মীপুজো হয়, তাকে বলা হয় দীপাধ্বিতা লক্ষ্মী পুজো। এই পুজোয় ঘর থেকে অলক্ষ্মীকে বিদায় করে লক্ষ্মীকে বরণ করে নেয় গৃহস্থ। তাই এই লক্ষ্মীপুজোয় ঘরদোর ফিটফাট থাকা বাঞ্ছনীয়। দীপাবলি মানেই আলোর উসবা। আর প্রচলিত বিশ্বাস, দীপাধ্বিতা লক্ষ্মীপুজোয় মাটির প্রদীপে ঘর সাজালে দেবীর বিশেষ কৃপালাভ হয়। কীভাবে সাজাবেন? সংখ্যা প্রতিদিন ডট ইন-এ রইল মাটির

প্রদীপ, আলপনায় ঘর সাজানোর টিপস।

১) ঘর সাজাতে মাটির প্রদীপ বা

পারেন।

৩) প্রদীপ ঘরের কোনও একটা কোনায় রাখলে ভাল লাগবে। ধরুন, একটা কর্নার শুধু সাজালেন। বারোটা কি চব্বিশটা প্রদীপের সেট বসিয়ে ফুলের রঙ্গোলি করে দিলেন। কিংবা লক্ষ্মীপুজো মানেই বঙ্গবাড়ির অম্বরহমহল থেকে বারান্দাজুড়ে আলপনার বাহার। তার উপরও প্রদীপ সাজিয়ে দিতে পারেন।

৪) ঘরের ডাইনিং টেবিলে বা সেন্টার টেবিলেও ডিজাইনার মাটির প্রদীপ দিয়ে সাজাতে পারেন। কোনও বড় মূর্তি থাকলে, সেই মূর্তির চারধার দিয়েও আলো দিয়ে সাজান। তবে এই প্রদীপ জালিয়ে রাখলে ঘরের রোজকার আলো বন্ধ করে রাখুন। দেখবেন মায়াবী এক পরিবেশ তৈরি হবে। আর তার সঙ্গে ঠাকুরঘর থেকে ভেসে আসা ধূপ-কর্পুরের গন্ধ যেন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ৫) এছাড়া, মোমবাতিরও প্রচুর বৈচিত্র এখন। যার মধ্যে ফ্লোটিং ক্যান্ডেল অন্যতম। ড্রয়িং রুমেয় মাঝখানে বড় একটা এথনিক পটে ফুলের পাণ্ডিট ছড়িয়ে ফ্লোটিং ক্যান্ডেল বসিয়ে দিতে পারেন। এছাড়াও কিছু প্রদীপে তেলের বদলে মাছ ছেড়ে দেওয়াটা বোকাশো। তাই একবারে শিখরে পৌঁছনোর চেষ্টা না করে একটা করে ধাপ এগোন।

৬. সময় যে কোনও মানুষের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সফল ব্যক্তিত্বরা কখনই সময় নষ্ট করেন না। তাই সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে হলে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করুন।

৪. শেখার কোনও শেষ নেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কিছু না কিছু শেখার সুযোগ মেলে। তাই কখনই ‘ জেনে গিয়েছি’ এই ধারণা জন্মাতো যেনে না নিজের মনে। তাহলেই বিপদে পড়বেন।

৫. আপনার চারপাশের মানুষ কেমন, সাফল্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ঘনিষ্ঠরা যদি ইতিবাচক মানসিকতার না হন, তাহলে তার সংস্পর্শ আপনার মনোবল ভেঙে দিতে পারে। তাই চেষ্টা করুন, ইতিবাচক মানুষদের কাছে থাকতে।

সাফল্যের শিখরে যেতে আজ থেকেই মেনে চলুন এই টিপসগুলো



সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে কে না চায়! কিন্তু চাইলেই তো সব স্বপ্ন পূরণ হয় না। তার জন্য মেনে চলতে হয় বেশ কিছু জিনিস। চেষ্টায় খামতি বা পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে হাজারও চেষ্টাতেও ধরা দেয় না গগনচুম্বী সাফল্য। চলুন আজ জেনে নেওয়া যাক সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে অব্যর্থ টিপসগুলো।

১. সফল ব্যক্তিরা কখনই সকালের সময়টা নষ্ট হতে দেন না। তারা দিনের শুরুতেই ২৪ ঘণ্টার পরিকল্পনা সেয়ে ফেলেন। তারপর সেই মোতাবেক কাজ করেন। সফল হতে হলে একই পন্থা অবলম্বন করুন আপনিও। দিনের শুরু মেডিটেশন বা ব্যায়াম করতে পারেন। সেই সঙ্গে সাজিয়ে ফেলুন গোটা দিনের রুটিন। লক্ষ্য স্থির রাখতে অনেকের দিনের শুরুর প্রথম ৩০ মিনিট বা ১ ঘণ্টা ফোনের কাছেও যান না। এটা খুব ভালো অভ্যাস। মনে রাখবেন, সকালের শুরুটা ভালো হলে বাকিটাও সুন্দর হয়ে যায়।

২. যে কোনও কিছুই নিখুঁত বা পারফেক্ট হওয়া প্রয়োজন। তবে পারফেক্ট করার অপেক্ষায় কোনও কিছু থেকে পিছিয়ে আসা কখনও সফল ব্যক্তিদের আচরণ হতে পারে না। বড় মাছ ধরার আশায় ছোট মাছ ছেড়ে দেওয়াটা বোকাশো। তাই একবারে শিখরে পৌঁছনোর চেষ্টা না করে একটা করে ধাপ এগোন।

৩. সময় যে কোনও মানুষের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সফল ব্যক্তিত্বরা কখনই সময় নষ্ট করেন না। তাই সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে হলে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করুন।

৪. শেখার কোনও শেষ নেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কিছু না কিছু শেখার সুযোগ মেলে। তাই কখনই ‘ জেনে গিয়েছি’ এই ধারণা জন্মাতো যেনে না নিজের মনে। তাহলেই বিপদে পড়বেন।

৫. আপনার চারপাশের মানুষ কেমন, সাফল্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ঘনিষ্ঠরা যদি ইতিবাচক মানসিকতার না হন, তাহলে তার সংস্পর্শ আপনার মনোবল ভেঙে দিতে পারে। তাই চেষ্টা করুন, ইতিবাচক মানুষদের কাছে থাকতে।

চটজলদি খাবার টেবিলের ভোল পালটে ফেলুন

বাড়ির খাবার টেবিলে বহু রকমের জিনিস সাজিয়ে রেখে দেওয়া, এই ছবি কমবেশি প্রায় সব বাড়িতেই দেখা যায়। খাবার টেবিলে ভিড় করে রয়েছে আচারের শিশি, জলের বোতল, খালা, গ্লাস, নুন-গোলমরিচের কৌটো ইত্যাদি। আর খাবার টেবিলে এত পরিমাণে জিনিস রাখার ফলে আপনার খাবার খাওয়ার সময় টেবিলে জায়গা বের করে খাবারের প্লেট সাজিয়ে বসা হয় দুস্থর। জেনে নিন এই সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন। জানুন খাবার টেবিলের সাজকৌশল।
প্রথমেই যা করতে পারেন তা হল একসেয়ে ভাব কাটাতে পালটে ফেলুন খাবার টেবিলের মাট ও কোস্টার। বিশেষ করে উসবের দিনগুলতে খাবার টেবিলের ভোল এভাবে পালটে ফেলার চেষ্টা করুন বিশেষভাবে। তাহলে পরিবারের সঙ্গে খেতে বসে একসেয়ে লাগবে না আপনার সাযের খাবার টেবিল। টেবিলকে একটু অন্যভাবে সাজাতে ছোট পাঞ্চে কোনও ইনডোর প্ল্যান্ট রাখতেই পারেন। এক টুকরো সবুজের ছোঁয়ায় পালটে যাবে একসেয়ে খাবার টেবিলের ভোলা। চাইলে গাছের বদলে সুগন্ধী মোম বা ফুলও রাখতে পারেন। চাইলে টেবিলের মাঝখানে রাখতে পারেন কাঠ বা মাটির তৈরি কোনও শো-পিস বা অল্পস্বল্প ক্রকারি বা কার্টলারি সেট। টেবিল সাজানোর সময় যেন বেশি জিনিস দিয়ে টেবিল সাজাবেন না।

দীপাবলি এবং ছট উৎসবে বেশ কয়েকটি বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ১৭ অক্টোবরঃ আসন্ন দীপাবলি এবং ছট উৎসবে যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল প্রশাসন বেশ কয়েকটি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে। ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্টোবর মাসের জন্য এই বিশেষ ট্রেনগুলির জন্য বার্ষিকিটের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ-
২৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ছাপরা থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৫০৪৯ ছাপরা-অমৃতসর পূজা স্পেশাল ট্রেনে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৫৭১টি বার্থ পাওয়া যাবে।-
২০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ছাপরা থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৪৬০৭ ছাপরা-অমৃতসর পূজা স্পেশাল ট্রেনে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৫৬২টি এবং স্লিপার ক্লাসে ২৬৬টি বার্থ পাওয়া যাবে।২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৪৪৪টি এবং স্লিপার ক্লাসে ৫৮টি বার্থ পাওয়া যাবে।-
গোরখপুর থেকে চলাচলকারী ০৫৬০৪ গোরখপুর-নারদী পূজা স্পেশাল ট্রেনে ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ৬৫৮টি এবং ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে স্লিপার ক্লাসে ৬৩৭টি বার্থ পাওয়া যাবে।-
২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে মাউ-আহালা ক্যাঃট পূজা স্পেশাল ট্রেনে এসি II টিয়ারে ৫৫টি, এসি III টিয়ারে ২২০টি এবং এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৬৪টি বার্থ পাওয়া যাবে।

আইএমএফের প্রশংসায় ভারত, এদিকে ফের ঋণের খোঁজে দুর্দশাগ্রস্ত পাকিস্তান

১৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তহবিল আইএমএফ ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রমাগত আর্থিক নিভরতার একটি স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরছেন। যেখানে ভারতকে স্থিতিশীল ও সংস্কারমুখী অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে অর্চিত করা হয়েছে, সেখানে পাকিস্তানকে বাঁচাতে ১.২ বিলিয়ন ডলারের স্টাফ-লেভেল চুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। আইএমএফ ভারতের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ৬.৬ শতাংশ ধরে রেখেছে। আইএমএফের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেন, ভারত বহু সমালোচককে ভুল প্রমাণ করেছে। সাহসী সংস্কার, ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং আর্থিক শৃঙ্খল একত্রিত হয়ে দেশের অর্থনীতিকে অতর্ভূজিৎমূলক ও সুষম উন্নয়নের পথ দেখিয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের ঘরোয়া চাহিদা, বিনিয়োগ ও ডিজিটাল অবকাঠামো দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অধার আর্থিকস্টেম এবং ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস উদীয়মান অর্থনীতির জন্য আর্থনিকায়নের মডেল হিসেবে স্বীকৃতা। বিশ্ব বাণিজ্যে উত্তেজনা ও শুল্ক মুক্তির সতর্কতা সত্ত্বেও, ভারতের ম্যাক্রোফাউন্ডেটালস দৃঢ়, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এবং মনিটারি নীতি সঠিকভাবে খোঁজে রেখেছে। এদিকে, পাকিস্তান আইএমএফের কাছে পুনরায় ঋণের পাঁচোড়ে রয়েছে। ১৪ অক্টোবর আইএমএফ পাকিস্তানের সঙ্গে ১.২ বিলিয়ন ডলারের স্টাফ-লেভেল চুক্তি করেছে, যার মধ্যে ১ বিলিয়ন এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি থেকে এবং ২০০ মিলিয়ন রেজিলিয়েন্স অ্যাক্স সাপোর্টেইনবিলিটি ফ্যাসিলিটি থেকে। আইএমএফের মতে, পাকিস্তানের প্রোগ্রামের লক্ষ্য ম্যাক্রো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং বাজারে আস্থা পুনঃস্থাপন করা।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছে ট্রাম্প, তুলোখনা প্রান্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

১৭ অক্টোবর : নোবেলের প্রতি লোভের কারণেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনটাই দাবি করলেন প্রান্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত তথা ডেমোক্রাট নেতা রহম ইমানুয়েল। পাশাপাশি, পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর সখ্যতাকেও কটাক্ষ করেছেন প্রান্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। রহম বলেন, ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছরের মৈত্রীর বন্ধন এক নিমেষেই ভেঙে দিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর নেপথ্যে একটিই কারণ রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতির কৃতিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে দেননি। পাশাপাশি, নোবেলের জন্যও ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেননি তিনি। তাই রাগের বশে তিনি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছেন। প্রান্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দাবি, ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্টিভ উইটকফের ছেলে জ্যাকের সঙ্গে মিলে তিনি পাকিস্তানে রীতিমতো ব্যবসা করেছেন। চলতি বছরে উইটকফ পাকিস্তান ক্রিপ্টো কাউন্সিলের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। আর উইটকফের এই সংস্থায় শেয়ার রয়েছে ট্রাম্পের দুই ছেলে এবং জমাইয়ের। মনে করা হচ্ছে, এই বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন রহম। প্রসঙ্গত, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি কৃতিত্ব একাধিকবার দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সংঘর্ষবিরতির দিন থেকেই এই বিষয়ে কৃতিত্ব দাবি করে আসছেন ট্রাম্প। যদিও ভারত সরকারের একাধিক প্রতিনিধি, এমনকী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতির কথাই বলেন। তৃতীয়পক্ষ মধ্যস্থতা করেননি বলেও জানান। এমনকী সম্প্রতি ফোনেও ট্রাম্পকে সেকথা সরাসরি স্পষ্ট করে দেন মোদি। তারপরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এই দাবি করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ভারতের ভোক্তা সুরক্ষার যথার্থ প্রহরী

১৭ অক্টোবরঃমূল বিষয়বস্তু- জুলাই ২০২৫-এ জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইন ৭,২৫৬-টি ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি করে ২.৭২ কোটি টাকা ফেরত দিতে সাহায্য করেছে।- ই-কমার্স ক্ষেত্রে সর্বাধিক অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে, ১.৩৪ কোটি টাকার রিফান্ড প্রদান করা হয়েছে।- জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইন ‘সংস্কার ২০২৫’ সংক্রান্ত মোট ৬,৯৮১-টি কল পেয়েছে যার মধ্যে ৩১ ছিল প্রশ্ন এবং ৬৯ অভিযোগ।- কল ভলিউম দশগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, ডিসেম্বর ২০১৫-তে ১২,৫৫৩ থেকে বেড়ে ডিসেম্বর ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে ১,৫৫,১৩৮-এ।- মাসিক অভিযোগ নিবন্ধনের গড় সংখ্যা ২০১৭-র ৩৭,০৬২ থেকে ২০২৫-এ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৭০,৫৮৫।- কনভারজেন্স পোর্টালের সংখ্যা ২০১৭-র ২৬৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বেড়ে হয়েছে ১,১৪২। ভূমিকাঃ এগুলো শুধু বিচ্ছিন্ন সাফল্যের গল্প নয়, বরং স্পষ্ট প্রমাণ যে জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইন সাধারণ নাগরিকদের জন্য এক জীবনরেখা হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইন হল ভোক্তা বিষয়ক দ্রুততার একটি প্রধান উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য ভোক্তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান, অভিযোগ নিষ্পত্তি করা এবং তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এটি consumerhelpline.gov.in পোর্টালের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা একটি একীভূত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। এই প্ল্যাটফর্মটি ভোক্তা, সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, গন্ব্যভসম্যান, কোম্পানি এবং কল সেন্টারগুলিকে একটি অভিন্ন ব্যবস্থায় সংযুক্ত করে।এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোক্তারা অনলাইনে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন এবং বিচারপূর্ব স্তরেই তার নিষ্পত্তি চাইতে পারেন। যদি তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট না হন, তবে ভোক্তা কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই পোর্টালটি নাগরিকদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি, তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করার একটি জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করে।ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে অগ্রগতিপ্রযুক্তির সমর্থনধার জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইনের পরিধি ও কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। কল ভলিউম বা কলের সংখ্যা দশগুণেরও বেশি বেড়েছে, ডিসেম্বর ২০১৫-তে যেখানে সংখ্যা ছিল ১২,৫৫৩, তা বেড়ে ডিসেম্বর ২০২৪-এ হয়েছে ১,৫৫,১৩৮। বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটি প্রতি মাসে এক রফেকেরও বেশি অভিযোগ গ্রহণ করছে, যা ক্রমবর্ধমান ভোক্তা আস্থার প্রতিফলন। ২০১৭ সালে মাসিক গড় অভিযোগ নথিভুক্তির সংখ্যা ছিল ৩৭,০৬২, যা ২০২৫-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭০,৫৮৫। ডিজিটাল মাধ্যম চালুর ফলে, হেল্পলাইনে প্রায় ৬৫ ভোক্তা অভিযোগ অনলাইন ও ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে নথিভুক্ত হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ নথিভুক্তির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, মার্চ ২০২৬-এ যেখানে তা ছিল মাত্র ৩, মার্চ ২০২৫-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০।এছাড়া, জুলাই ২০২৫-এ জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইন সফলভাবে ২৭-টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৭,২৫৬টি ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি করে মোট ২.৭২ কোটি টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করেছে। এপ্রিল ২০১৫-এ যেখানে এই সংখ্যা ছিল ১,০৭৯ টি অভিযোগ ও ২৬২ লক্ষ টাকার ফেরত। জুলাই মাসে ই-কমার্স খাত বচিয়ে বেশি ফেরত সংক্রান্ত অভিযোগে শীর্ষে ছিল, ৩,৫৯৪-টি মামলায় মোট ২.১.৩৪ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এরপরেই রয়েছে অন্নণ ও পর্যটন ক্ষেত্র, যেখানে ফেরতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩১ লক্ষ।Convergence উদ্যোগের আওতায়, কোম্পানিগুলিকে স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যাতে গ্রাহক অভিযোগ দ্রুত ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা যায়। অভিযোগগুলি রিয়েল-টাইমে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে পাঠানো হয় এবং কোম্পানিগুলিকে ৩০ দিনের মধ্যে জবাব দিতে হয়। ২০১৭ সালে যেখানে সংযুক্ত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ২৬৩, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ১,১৪২, যা সময়মতো অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

জন্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ধস, ব্যাহত যান চলাচল

বানিহাল, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ জন্মু-কাশ্মীরের রামবান জেলায় জন্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধসে বিপর্যস্ত। ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। শুক্রবার ভারতীয় জাতীয় মহাসড়ক প্রাধিকরণ (এনএইচএআই)-এর প্রকল্প আধিকারিক জানান, প্রায় ৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রাচীরটি ভেঙে পড়েছে। এর ফলে সংলগ্ন সাওনি পঞ্চায়েত সংযোগ্য সাকও ধসে পড়েছে। তিনি বলেন, চার লেনের জাতীয় সড়কের একদিক আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। ধসের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি দ্রুত মেরামতের চলেচালনের উপযোগী করতে কাজ শুরু হয়েছে। আপাতত একটিমাত্র টানেল দিয়ে যান চলাচল হচ্ছে, ফলে ওই এলাকায় ট্রাফিকের গতি অনেকটাই মন্থর হয়ে পড়েছে। এনএইচএআই, জেলা প্রশাসন ও ট্রাফিক দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন, যাতে জন্মু ও কাশ্মীরকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করা, সাকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক যান চলাচল পুনরায় শুরু করা যায়।

রাঁচিতে কুড়মিদের এসটি দাবির প্রতিবাদ, জমায়েতে হাজারো মানুষ

রাঁচি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ঝাড়খণ্ডে কুড়মি সমাজকে অনগ্রসর উপজাতি (এসটি) শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবির বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের প্রতিবাদ ক্রমশই হচ্ছে। শুক্রবার রাঁচির ধূরতা এলাকার প্রভাত তারা মর্যাদনে আদিবাসী হুন্সার ব্যালি-র আয়োজন করা হয়। আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের আহ্বানে সকাল থেকেই হাজারে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার আদিবাসী নাগরিক সমবেত হতে থাকেন। এই সভাস্থলে। র‍্যালিতে রাঁচি ছাড়াও খুঁটি, লোরদাণা, গুমলা, সিমডেগা, লাতেরহা, সিল্লি, মাণ্ডার ও চতরার মতো বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে, ঢোল-নগাড়ার তালে তালে, হাতে তীর-ধনুক ও ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে অংশ নিতে আসেন। তাদের হাতে ছিল বিভিন্ন রঙের পতাকা ও ব্যানারও। গোটা ময়দান জুে বাজছিল ঢোলের হৃদ্য, উজ্জ্বল পোশাকে আদিবাসী ঐক্যের এক অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। এই র‍্যালিতে ঝাড়খণ্ডের ৩৩টি উপজাতি-মুণ্ডা,সাঁওতাল, উরাঁও, খারিয়া, বীরহোর সহ অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সম্ভাব্য বিশাল ভিড় সামাল দিতে শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত নেতা প্রেম শাহী মুণ্ডা বলেন, কুড়মি সমাজের এসটি মর্যাদার দাবি সম্পূর্ণ অসাবধানিক এবং এটি আদিবাসীদের আত্মপরিচয় ও সম্প্রদায়ের উপর সরাসরি আঘাত। তিনি হুঁশিয়ার দিয়ে বলেন, আদিবাসী সমাজ তার পরিচয়, ঐতিহ্য ও অধিকার রক্ষায় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।

ধর্মাকুর মহাবিহারের মহা ধুমধাম ও শ্রদ্ধালু রূপে পালিত



নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৭ অক্টোবর : ধর্মাকুর মহাবিহারের মহা ধুমধাম ও শ্রদ্ধালু রূপে পালিত হয় দানোত্তম কটিন চীৱর দানোৎসব। ভারতীয় সম্ভরাজ ভিক্ষু মহাসভা মহামান্য সম্ভরাজদয় পরম পূজনীয় শ্রীম দিকপাল মহাশ্বরির এবং শ্রীম রতনজোতি মহাশ্বরির মহোদয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি সহ মোট ৪০ জন ভিক্ষুসংঘ ও শ্রমণে মঞ্চ পরিপূর্ণ হয় সেই সঙ্গে সকালে ৫২৬ জন উপাসক-উপাসিকা এবং বিকেলে প্রায় ৬৪৫ জন উপাসক উপাসিকার উপস্থিতিতে কর্মকর্তারা অত্যন্ত উসাহিত হন।সংঘরাজদয় উদঘাটন করে বিহারের সুউচ্চ মহাবোধি মহাবিহার(বুদ্ধগয়া) বোধিবৃক্ষ সহ তথাগত বুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী কৃপারঞ্জয় মহাশ্বরির ও কর্মবীর ধর্মাকুর মহাবিহারের নবরূপকার ধর্মপাল মহাশয়ে মহোদয় প্রতিকৃতি। যা এক অপরূপ শোভা, সকলকে মুগ্ধ করে। বাঙালি বৌদ্ধদের ঐতিহ্যের স্থপতি ধর্মাকুর মহাবিহার আরো একটি কীর্ত্যোদ্যোগের সাক্ষী হল। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা মৈত্রীপূর্ণ শুভেচ্ছায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি তার সাক্ষ্য বহন করে নিয়ে চলেছে। সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী সংস্থার বিভিন্ন কর্মধারার উল্লেখ করেন। ভিক্ষুসংঘ ধর্মালোচনা সহ ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে কটিন চীৱর দানোৎসব যথাযথ মর্যাদায় সম্পন্ন করেন।

Name Change
I, DALI SAHA (OLD NAME) D/O LATE PARESHNATH SAHA, RESIDING AT, 27A,ADHAR CHANDRA DAS LANE, ULTAODANGA MAIN ROAD, KOLKATA - 700067, W. B.INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DALIRANI SAHA (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 17/10/2025. DALI-RANI SAHA (NEW NAME) AND DALI SAHA (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICAL PERSON,
Name Change
I, Rita Biswas, D/o Rabindra nath Mark residing at W/In Binimaypara, P.O. Kankulp, P.S. Ashoknagar, Dist. North 24 Pgs. have changed my name and shall henceforth be known as Rita Mark Biswas as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No.11073 dt.21/5/2025 RITA Biswas and Nitya Mark Biswas both are one and same identical person.

Name Change
I, Shyam Sunder Aganwal (Old Name/previiously), S/o.- Late Inderlal Aganwal, R/O.- Sri Ram Garden, 15, Belvedere Road, Alipore Kol-27, W.B., declare shall henceforth be known as Shyam Sundar Aganwal (New Name) before the Notary Public at Kolkata, Dtd.-17.10.2025, Shyam Sunder Agarwal (Old Name/previiously) (Old Name) & Shyam Sundar Aganwal (New Name) both are the same and identical person.
Name Change
I, Sri Arindam Chakraborty S/o Sri Heramba Chakraborty residing at Gopal Seth Road, P.O.-Sukchar, P.S.- Khardah, Dist.North 24 Parganas, Kolkata-700115 West Bengal, India do hereby declare my actual name ARINDAM CHAKRABORTY instead of AREEN CHAKRABORTY which is wrongly recorded in my Aadhaar Card No. 4155 3770 6511, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore on dated 14/10/2025. AREEN CHAKRABORTY and ARINDAM CHAKRABORTY both are same and one identical person.

Name Change
I, MD SALIM MONDAL S/o- MD AJUDDIN MONDAL Residing at, 80/2 Exhibition bagan Road, Gorabazar, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Phn- 742101, West Bengal. That my mother (Old name) MST TARIFA BIBI Recorded in my School Certificate. Do hereby declare that I have Changed my mother name from MST TARIFA BIBI TO TARIFA BIBI (New name) and hence forth Shall be Known as my mother (New name) TARIFA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Oct 2025. TARIFA BIBI and MST TARIFA BIBI both are Same and one identical person.
Name Change
I, Smt. Suparna Bose w/o Sri Nikhil Bose solemnly Affirm and declare before the Notary Public Howrah dated 07.08.2025 that the said Smt. Shankari Bose w/o Sri Nikhil Bose and Smt. Suparna Bose w/o Sri Nikhil Bose are same and one identical person. Vide Registered Deed No. I-3005/10 dated 7th June, 2010, I have sold out a piece of land i.e. 0.0068 Acres over the L.R. Plot No. 347 in Mouza Liluah, J.L. No. 12 to some Smt. Tapati Samajapati w/o Sri Amalendu Samajpati.

চেনা ছন্দে দার্জিলিং জমজমাট, পর্যটকদের ঠাসা ভিড়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৭ অক্টোবর : চেনা ছন্দে ফিরছে পাহাড়! ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছেন পর্যটকরা। ফের ভিড় জমছে



চেনা ম্যালো। বিদেশি পর্যটকেরাও আসা-যাওয়া শুরু করে দিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে উত্তরে পর্যকদের আহ্বান জানানো মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকাল মন্দির নিয়ে বড় যোগাণ করার পরেই তিনি জানান, দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে খুব ভাল পুজো দিয়েছেন তিনি। আপাতত দুয়োগেরে ফলে পর্যটক আসা অনেকটাই কমে গেছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, বনার্যর সময়ে প্রশানন দারি়িং নিয়ে অনেক পর্যটককে প্রতিকূল অবস্থা

থেকে বের করে এনেছে। প্রায় ১৫০০ পর্যটককে বের করা হয়েছিল সেই সময়ে। এখনও অনেকেই আসছেন। এখন দুটো

রাষ্ট্রা়ই খোলা আছে। একটা তিনধারিয়া আর পাছ্‌বাড়ি। আমি অনুৰোধ করব পর্যটকরা যেন কোনওরকম ভয় না পেয়ে আবার পালনে আসেন। প্রসঙ্গত, বর্ষণ ও ধসের ফলে গত কয়েকদিন ধরে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সমতলের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিল। অনেক রাস্তা, সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু প্রশাসনের তৎপরতায় বেশ কিছু রাস্তায় সংস্কারের কাজ শেষ করে গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে। বর্তমানে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি ন্যার

দু’টি রাস্তা হিলকার্ট রোড ও পাছ্‌বাড়ি রোড খোলা রয়েছে। পর্যটকদের জন্য হিলকার্ট রোড দিয়ে তিনধারিয়া হয়ে সুকনার দিকে নামার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, দীপাবলির মধ্যেই অনেক রাস্তা যান চলাচলের উপযুক্ত হয়ে যাবে। পর্যটকদের যাতায়াতে অনেকটাই সুবিধা হবে। মিরিকের দিকে যাওয়ার দুধিয়া সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় সেখানে একটি অস্থায়ী বেলি ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা চলছে। রাজ্যের পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন আগামী ৬-৭ দিনের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী অনীত থাপাকেও নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে সমস্ত রাস্তার কাজ যথাযথ ভাবে হয়ে যায়। সেই ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে। ছাড়াও সিকিম থেকে কালিম্পং- লাভা- লোলেগাঁও হয়ে শিলিগুড়ি নামার বিকল্প রাস্তা খোলা রয়েছে। গোৰ্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)- জানিয়ে দিয়েছে মিরিক ব্লক ও বিজনবাড়ি ব্লকের একাধিক রাস্তায় সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। সুযোগোপাশ্রিতে সোনাদা থেকে মুনাদা যাওয়ার রাস্তা ও মিলিং রোডও খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে গরকাথানা, লাভা ও কালিম্পংয়ের ছোট রাস্তাগুলিতে কাজ চলছে।

কালীপুজোকে সামনে রেখে গ্রামের খুদে পড়ুয়াদের হাতেই তৈরি হচ্ছে মার্টির প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ১৭ অক্টোবর : একসময় কালীপুজোর রাতে মার্টির প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠত শহর থেকে শুরু করে গ্রামের প্রতিটি ঘরবাড়ি। বহরখানার আগেও এই স্বদেশি প্রদীপের চাহিদা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই ছবিটা অনেকটা বদলেছে। মার্টির প্রদীপের জায়গা দখল করেছে রঙিন বৈদ্যুতিক আলো। এখন আবার বাজারে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে প্লাস্টিকের তৈরি বৈদ্যুতিক প্রদীপও। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্যের সেই মার্টির প্রদীপ। তবুও এদপের মাঝেও কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের কোশিগ্রামের গড়াইপাড়ায় দেখা গেল এক ভিন্ন দৃশ্য। এখানে নতুন প্রজন্মের হাতে আবারও ফিরে এসেছে পুরনো ঐতিহ্য। কালীপুজোকে সামনে রেখে গ্রামের খুদে পড়ুয়াদের হাতেই তৈরি হচ্ছে মার্টির প্রদীপ। কোশিগ্রামের গড়াইপাড়ায় কিছু বড় দাদারা ছোটদের এই কাজে উৎসাহ জোগাচ্ছেন। দাদাদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভালোবাসে প্রদীপ তৈরি করছে ছোটরা। উদ্যোক্তা শুভেন্দু সাহা বলেন, স্বদেশি চিন্তাধারা ফিরিয়ে আনা এবং পাড়ার ছোট ছোট ভাই- বোনদের মোবাইল আসক্তি কমিয়ে তাদের শিল্পশিল্পকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই উদ্যোগ। এবে এসেছে বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ শিশু মোবাইল গেম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মগ্ন, ঠিক সেই সময় কোশিগ্রামের গড়াইপাড়ার কয়েকজন দাদার উৎসাহে এই ছোট

ছেলেমেয়েরা মার্টির প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত। পড়াশোনার ফাঁকে তারা হাতে তুলে নিয়েছে মাটি ও জল, নদীর ধার থেকে সংগ্রহ করছে মাটি। সেই মাটিকে নানা পদ্ধতিতে প্রদীপের আকার দেওয়া হচ্ছে। পরে সেগুলি শুকিয়ে রাঙানো হচ্ছে উজ্জ্বল লাল রঙে। একাদশ শ্রেণীর এক পড়ুয়া জানায়, মোবাইল ছেড়ে আমরা মার্টির প্রদীপ তৈরি করছি, এতে আমাদেরও ভাল লাগছে। এই প্রদীপ বিক্রির টাকা আমরা পুজোর কাজেই লাগাব। প্রদীপ তৈরির পর সেগুলি স্থানীয় বাজার এবং অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে। পড়ুয়াদের কথায়, প্রদীপ বিক্রির টাকা তারা আসন্ন কালীপুজোর নানা কাজে ব্যবহার করবে। খুদেরা মোবাইল ছেড়ে এহেন কাজ করার জন্য পড়ুয়াদের অভিভাবক্যও বেশ খুশি। এই প্রসঙ্গে একজন অভিভাবক বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা মোবাইল ছেড়ে আনন্দের সঙ্গে এই কাজটা করছে দেখে সত্যিই ভাললাগছে। ওরা আরও অনেক এগিয়ে চলুক, আমরা পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই পাশে থাকব। সব মিলিয়ে, কোশিগ্রামের গড়াইপাড়ার এই উদ্যোগ শুধু হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনছে না, বরং শিশুদের মোবাইল আসক্তি কাটিয়ে শিল্পচর্চায় যুক্ত করছে। মার্টির গন্ধে মিশে থাকা তাদের এই সৃজনশীলতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আজ হয়ে উঠেছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে ঐতিহ্য, শিল্প ও নতুন প্রজন্ম একসঙ্গে বুন্ধে আশার আলো।

৮ মাস বুকিং শূন্য, পুজোর মাসেই ধুঁকছে ‘সবুজের পথে হাতছানি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : লাভা, লোলেগাঁও, বাঘাং, বিন্দু, জয়গাং, ফুলসিলিং কিংবা জলদাপাড়া, গরুমারা-সবই পর্যটকদের যাবাবরের প্রিয় গন্তব্য। এই বিষয়টি মাথায় রেখে পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্বোরবন্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসসিটি) জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে একটি বাসে প্যাকেজ ট্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। বাম আমল থেকে শুরু হওয়া এই সাপ্তাহিক বাস- ভ্রমণের নাম ছিল ‘সবুজের পথে হাতছানি’। প্রথম দিকে ভালো চললেও ধীরে ধীরে কমতে থাকে বুকিংয়ের সংখ্যা। ক্রমশে কমতে আজ এমনই অবস্থা হয়েছে যে, চলতি বছর জানুয়ারির পর থেকে এখনও পর্যন্ত একটিও বুকিং মেলেনি। ফলে সাপ্তাহিক ট্রার পরিষেবা বন্ধ হওয়ার মুখে। হতাশ ডিপারের কর্মীরাও ডিপো সূত্রে জানা গেছে, ‘সবুজের পথে হাতছানি’ ট্রার পরিষেবা নিতেন মূলতঃ জলপাইগুড়ি জেলার মানুষই। একদিন, দু’দিনের অঙ্গোলা আলাদা প্যাকেজ রয়েছে। মাত্র ৭০০-৮০০ টাকায় সকালে বেরিয়ে রাত্তে বাড়ি ফিরে আসার

সুবিধার কারণেই অনেকে এই পরিষেবা নিতেন। যদি রাতে থাকার বিষয়ও আসে, সে ক্ষেত্রেও সমস্ত ব্যবস্থা করত নিগম। সপ্তাহান্তের প্যাকেজ ট্রায়ের গেলে ২৫০০- ৬০০০ টাকার মধ্যে পরিবার সমেত দুই রাত-তিন দিনের ঘোরা হয়ে যেত। ডিপোয় এসে বুকিংয়ের ব্যবস্থা তে। রয়েছে, পাশাপাশি অনলাইনেও বুকিংয়ের বন্দোবস্ত করে নিগম। একসময়ে এই ট্রায়ের কারণেই লাকেরে অঙ্কের দিক থেকে কোচবিহার এবং শিলিগুড়ি ডিপোকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল জলপাইগুড়ি ডিপো। কিন্তু হঠাৎ এমন কী হলো যে, গত আট মাস ধরে একটিও বুকিং নেই! ডিপো সূত্রে খবর, যে রুটগুলিতে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, তা একঘেষে হয়ে গেছে। ‘সবুজের পথে হাতছানি’ পরিষেবায় নতুন রুটের অন্তর্ভুক্তি ঘটেনি। একই জায়গায় একজুন কতবার যাবেন? জলপাইগুড়ি শহরের এক বাসিন্দা জানান, ‘একবার পরিবার নিয়ে, আর একবার বাইরে থেকে আসা আত্মীাদের নিয়ে লাভা- লোলেগাঁও ঘুরে এসেছি। কিন্তু এনবিএসসিটি তাদের প্যাকেজে

নতুন জায়গা যুক্ত করছে না। তাই আর তাদের সঙ্গে ঘুরতে যাই না।’ একই বক্তব্য শহরের অরবিন্দনগরের আর এক বাসিন্দারও। তিনি বলেন, জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে যে কয়েকটি জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়, সবগুলোতেই তিনি গিয়েছেন। নতুন ডেস্টিনেশন না থাকায় তিনিও বুকিং করছেন না। শেষ কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি নতুন ডেস্টিনেশন তৈরি হয়েছে। কয়েটি রুটের সংখ্যা বেড়েছে। জনপ্রিয় পর্যটনক্ষেত্র গুপ্তিার পাশাপাশি ‘অফবিট’ ডেস্টিনেশনে যাওয়ার ভিড়ও কম নয়। ডিপো ইনচার্জ সুবল বসু জানান, ট্রায়ের জন্য যে বাসটি রয়েছে, সেটি সমস্ত পকেট রুটে যেতে পারে না। ওই রুটে কয়েক পােরে একমাত্র ছোট গাড়ি। ফলে এই কারণেও পকেট রুটগুলি প্যাকেজের আবৃত্তায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। আগে প্যাকেজ ট্রায়ের যাবতীয় বিষয় দেখতে ডিপোয় স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের অসবাদের পরে নতুন করে আর কর্মীও নিয়োগ হয়নি। অস্থায়ী কর্মীদের দিয়ে কাজ চালাচ্ছে নিগম।

উপযুক্ত নয় ইউনিভার্সিটির ক্লাস রুম, ফ্লোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ অক্টোবর : জেলায় প্রথম থেকেই ইউনিভার্সিটির নেই কোনও স্থায়ী ভবন। কখনও ভাড়া বাড়িতে অফিস, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ঘরে ক্লাস চালু করার চেষ্টা হলেও তা খুব একটা বেশি সফল হয়নি। বর্তমানে যেখানে ইউনিভার্সিটির ক্লাস হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং ইউনিভার্সিটি চালানোর মত উপযুক্ত নয়। এ নিয়ে ফ্লোভ রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পর ২০২১ এর অক্টোবর মাস থেকে র‍্যট্টিবিজ্ঞান, অংক এবং ইংরেজি বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রির কোর্স চালু করে দক্ষিণ দিনাজপুর ইউনিভার্সিটি। তবে, নিজস্ব পরিকাঠামো না থাকায় সমস্যায় পড়ায়। তারা চিহ্নিতকৃত ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ভবন তৈরি হোক। যেখানে ভাল পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করতে পারবেন এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিগত বছরগুলির তুলনায় চলতি বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা বেশি। সিি বেশি না থাকায় পরেও পড়ুয়া সংখ্যা প্রতিবছরই বেড়েই চলেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা চাইছেন বিদ্যালয়ের জন্য যে জায়গাটি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে, সেখানে স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করা হোক। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা দফতরদের কাছে চিহ্নিতকরন জায়গাটিতে খুব শীঘ্রই যাতে কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করা হয়, সেই বিষয়ে প্রয়োজনেও কাগজপত্র পাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মত পথ চলা শুরু হয় দক্ষিণ দিনাজপুর ইউনিভার্সিটি। তিনি নিজেই বলেছিলেন, এই ইউনিভার্সিটি তৈরি হবে বালুরঘাটো। সেইমত তড়িঘড়ি প্রশাসনের তরফ থেকে জায়গাও নির্দিষ্ট করা হয় বালুরঘাট এয়ারপোর্টের পাশে কৃষি দফতরের বিস্তীর্ণ জমিতে। সেখানে প্রচারি তৈরির কাজও শেষ হয়। কিন্তু তারপরেই শুরু হয় জটিলতা। কোন এক অজানা কারণে ইউনিভার্সিটি ক্লাস চালু হয়ে যাওয়ার ৪ বছর পরেও ভবন তৈরির কাজ শুরু করতে পারেনি সরকার। প্রথম থেকেই ইউনিভার্সিটির জায়গা নিয়ে বিতর্ক ছিল জেলার অভ্যন্তরে। ধার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

উৎসবের মরশুমে রমরমিয়ে ব্যবসা বাংলার মুখোশ শিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৭ অক্টোবর : জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতি ও পর্যটনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ছৌ। ছৌ নৃত্য ও ছৌ মুখোশ এই জেলার লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ছৌ-কে কেন্দ্র করেই দেশে-বিশেে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে পুরুলিয়ার নাম। পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশের কদর রয়েছে সর্বত্র। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়তলির বাঘমুন্ডি ব্লকে গড়ে উঠেছে ছৌ মুখোশের আন্ত একটি গ্রাম। ১০৫ টি ছৌ মুখোশের লোকান রয়েছে গ্রাম জুড়ে। সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে এই মুখোশ গ্রাম চড়িদায়া। উৎসবের মরশুমে এই ছৌ মুখোশের কদর অনেকটাই বেড়ে যায়। তাইতো উৎসবের এই সময়ে লক্ষ টাকার লক্ষী লাভে কেরেছেন চড়িদা গ্রামের মুখোশ শিল্পীরা। শুধু মুখোশ বিক্রি নয় পাশাপাশি ভিন রক্জে গিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজ করেও যথেষ্টই আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছেন তারা। এ বিষয়ে চড়িদা গ্রামের এক মুখোশ শিল্পী বলেন, মুখোশের বিক্রি এ-বছর ভালো হয়েছে। মুখোশ তৈরির পাশাপাশি দুর্গোৎসবের সময় তিনি প্রতিমা গড়ার বরাত পেয়েছিলেন। উৎসবের সময় বিভিন্ন পুজো মণ্ডপেও তাদের মুখোশ গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় তিন লক্ষ টাকার লক্ষী লাভ হয়েছে তারা। মোটামুটি তাদের গ্রামের অন্যান্য শিল্পীদেরও যথেষ্টই বরাত মিলেছে। সবমিলিয়ে গোটা গ্রাম জুড়ে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার লক্ষী লাভ হয়েছে। এই মুখোশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ছৌ নৃত্য শিল্পী পদ্মশ্রী গুপ্তার সিং মুড়া। তার হাত ধরেই দেশের বিদেশের মাটিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল ছৌ। আজ এই মুখোশকে কেন্দ্র করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন মুখোশ শিল্পীরা। বিগত বছরের তুলনায় এ-বছর বিক্রি বেশি হওয়ায় মুখে হাসি ফুটেছে তাদের।

মাদক কারবারিদের খরিয়ে দেওয়ায় প্রতিবাদীর গাড়ি জ্বালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১৭ অক্টোবর : খড়গপুর থেকে দুই ভ্রাগ মাফিয়াকে শ্রেফতার করিয়েছিলেন। গতকাল রাতে এই ঘটনা ঘটে। সকাল হতেই তার মাফিক গুনতে হল প্রতিবাদীর কাছে। বাড়ির বাইরে রাখা একটি ব্যক্তিগত গাড়ি জ্বালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে শহর জুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন খড়গপুর পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের গোলখুলি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণিয়া বিবি ওরফে লক্ষী। তিনি যখন জোরকদমে ভ্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে ব্যস্ত, তখন তার বাড়ির বাইরে রাখা একটি বড় গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল রাতে কেউ বা কারা এই কাণ্ড ঘটনা। আগুনের জেরে গাড়ির সামনের অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল রাতেই পুলিশ এই বিষয়ে লক্ষী জানান, গতকাল খড়গপুর থেকে দুই ভ্রাগ ডিলারকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘটনা সূত্রেই তার বাড়ির বাইরে থাকা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে অনুমান করছেন তিনি। খড়গপুর পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের গোলোখুলি এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। সেই তদন্তে কী উঠে আসে সেটিই এখন দেখার।

বাড়ছে দ্বারকা নদের দূষণ, তারাপীঠের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাপীঠ, ১৭ অক্টোবর : দ্বারকা নদের দূষণ রূপতে তারাপীঠে শুরু হওয়া জল পরিশোধন প্রকল্প বর্তমানে থমকে গেছে অর্থাভাবে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর সূত্রে জানা গেছে, তারাপীঠ শ্মশানে নিকাশি নালায় জল পরিশুদ্ধ করণের জন্য প্রয়োজনীয় দু’টি পাম্প বসানো এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ অর্ধের অতাবে আটকে আছে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার কাজ বাকি রয়েছে। দ্বারকা নদের দুধা রাখে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে জেলা প্রশানন ও তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে। সেই নির্দেশ মেনেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর তারাপীঠ শ্মশানে দূষিত জল শোধনের জন্য দু’টি জলাধার তৈরির কাজ শুরু করে। চলতি বছরের সেক্ষমারিতে জলাধার দু’টি তৈরি হলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে পাম্প বসানো হয়নি। পাশাপাশি পাইপলাইন বসানোর কাজও অর্ধের অভাবে থমকে রয়েছে। এর ফলে নিকাশি নালায় জল শোধনের পুরো প্রকল্পই কার্যকরী স্থিত। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জেলা

DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT
DHULASIMLA ULUBERIA-1 HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-46 to 47
Published Date-18/10/2025 at 5.00 PM
Bid Submission End Date- 06/11/2025 at 12.10 PM
Opening Date- 10/11/2025 at 11.30 AM
<http://www.wbtenders.gov.in>
Pradhan
Dhulasimla Gram Panchayat

সিগনাল এবং টেলিকম কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেএসআর-এন-১০২৫-কে-৪৫, তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ রাণিকাপুর স্টেশনে ১টি নতুন বাইরের নির্মাণ ও পেরিড সিঙ্গলন তৈরির জন্য অন্য তিনটি পেরিড সিঙ্গলন তৈরির জন্য। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৫,৯৬,৯১৪.৫৩ টাকা, বায়ার নংঃ ১,৫১,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ৪:০০ খণ্ডীয় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১২:০০ ঘটনায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারে টেন্ডার নিবন্ধ সম্পন্ন তথ্য ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১২:০০ ঘটনা পর্যন্ত <http://www.ireps.gov.in> ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জিয়ারএন (এমপ্লাস্‌টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসারিচিহ্নে গ্রাহকদের সেবায়

আমোজোরনানা
মৌড মন্তল, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ মন্তল, সাং- ময়ূরপুর, পোঃ- বাঘাং, বালান- ময়ূরথাগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, জন্মপূর A.D.S.R. অফিসে নিযুক্তিপ্রাপ্ত হইং ২০২২ সালে Book-I, 3645 নং আমোজোরনানার মূল্যে সুশান্ত মন্তল (কোই) আমাকে আমোজোরনান নিযুক্ত করেন। উক্ত আমোজোরনান অম্বায়ী রঘুনাতথগঞ্জ থানার ১২৬ নং সেলিপালুর মৌলিক মূল্যে সুশান্ত মন্তল ৩০৭নং প্যাসের এল. আর. ১১৮৯ নং খসিয়াদের মোট ৩৬ শতক সম্পত্তি ইতিহেতে। উক্ত সম্পত্তি কেবলক হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞান প্রকায় হওয়ার পরবর্তীতে ৬০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-1 অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for- --"Construction of CC Drain at various site within Khirpai Municipal Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/NIT23 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at <https://wbtenders.gov.in> Sd/- Chairman Khirpai Municipality

নিখোঁজ ফালাকাটার পরিযায়ী শ্রমিক, উদ্বিগ্ন পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : কেবল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার এক পরিযায়ী শ্রমিক। হাঙ্গলা ফিরদৌস নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনভাবার গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দেড় মাস আগে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে কেরলে গিয়েছিলেন হাঙ্গলা ফিরদৌস। রবিবার বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ট্রেনে ওঠেন

Office of the Pradhan
Rakhera –Bishpuria Gram Panchayat
Vill+ PO-Bishpuria, PS-Hura, Dist.Purulia
e-mail id:- rbishpuria@gmail.com
Notice of Inviting e-Tender
From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat, Hura, Purulia
Published the following e-NIT- 01/ RBLGP of 2025-26. Last Date of Application-01/11/2025 up to 3.00 pm. For details:- <https://wbtenders.gov.in>. NIT-02/RBGP of 2025-26 DATED-10/10/2025. Last Date of Application and issuing tender paper- 29/10/2025 up to 4.00 pm.
Sd/- Pradhan/Secretary Rakhera-Bishpuria G.P.

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR
Tender for- --"Repairing of ICDS centre and Painting of Pry. School & Junior High School at various site within Khirpai Municipal Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/NIT26 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at <https://wbtenders.gov.in> Sd/- Chairman Khirpai Municipality

Saharjora Gram Panchayat
Shitla, Barjora, Bankura
e-NIT-08/SGP/APAS/25-26 Dated-17/10/2025
All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Saharjora Gram Panchayat Office.
Sd/- Pradhan Saharjora Gram Panchayat

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR
Tender for- --"Construction of CC Road at various site within Khirpai Municipal Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/ NIT24 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at <https://wbtenders.gov.in> Sd/- Chairman Khirpai Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (WS)/South, KMC invited e-tender for the following works (Submission of bid through online):
(1) NIT No.: KMC/WS/EE/S/098/2025-26/10/1st Call
Name of the Work: Supplying and laying of 100 mm dia DI Pipe for the development of the water supply network system near Premises No. 205B NSC Bose, 205A/1 NSC Bose Road, 208 NSC Bose Road etc. in Ward No. 98, BR-X; Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,36,804.19; Earnest Money: Rs. 8,800.00; Period of Completion : 30 days. Last date and time of submission of tender (online) : 07.11.2025 at 2 p.m. Date and time of online open of tender : 10.11.2025 at 2 p.m. For full and further details, please visit the website <https://www.wbtenders.gov.in>. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.
(2) NIT No.: KMC/WS/EE/S/100/25-26/16A/1st Call
Name of the Work: Laying of 150 mm dia DI Pipe from 11/2A D P P Road to 16 D P P Road and 23/2 D P P Road to 23/11 D P P Road in Ward No. 100, BR-X; Estimated Amount: Rs. 4,37,495.26; Earnest Money: Rs. 9,000.00; Period of Completion : 10 days; Last date and time of submission: 07.11.2025 - 2 p.m. Date of publication/submission start: 23.10.2025 - 2 p.m. Tender opening date and time: 10.11.2025 - 2 p.m. The bid forms and other details are available from the website <https://wbtenders.gov.in>

The Executive Engineer (WS)/(JU), BR-XII, KMC invited e-tender for the following works (Submission of bid through online):
(1) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/106/L/25-26/05 P
Name of the Work: Supply and laying of 100 mm dia DI Water Pipe Line at Ramlal Bazar Second Row from Premises No. 69 Garfa Main Road to Premises No. 6 R. B. Second Row in Ward No. 106, BR-XII; Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 3,13,683.64; Earnest Money: Rs. 6,300.00; Period of Completion : 25 days.
(2) NIT No.: KMC/WS/BR-XII/105/L/25-26/07

Name of the Work: Improvement of Water Supply System by supplying and laying of 100 mm dia new DI Pipeline parallel to the existing old worn out pipeline from 69A Colony to Pragati Sangha, 1/10 to 1/14 and 1/12 to 1/4 J. Colony in Ward No. 105, BR-XII; Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 2,70,249.63; Earnest Money: Rs. 5,500.00; Period of Completion : 14 days; Last date and time of submission of tender (online): 07.11.2025 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]: Date and time of online open of tender: 11.11.2025 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2]: For full and further details, please visit the websites <https://www.wbtenders.gov.in>. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website

তিনি। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্ত্রী ও বাবার সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হয় তাঁরা। তারপর থেকেই তাঁর মোবাইল বন্ধ। পরিজনরা বলছেন, মঙ্গলবারের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু একদিকে যোগাযোগ বন্ধ, অন্যদিকে এখনও বাড়িতে না ফেরায় উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার। পরিবারের তরফে বুধবার নিউ ময়নাগুড়ি

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR
Tender for- --"Construction of CC Drain within Khirpai Municipality Area" eNIT No:- -WBMA/ULB/KM/APAS/25-26/NIT25 Last date of Submitting Bid:- 06-11-2025 up to 09.30 AM For details visit at <https://wbtenders.gov.in> Sd/- Chairman Khirpai Municipality

With ref to notification No: 2186/BCW & TDP/2025, dated-28/08/2025, all eligible candidates are informed that, the admit card for recruitment of teaching staff (contractual) and non-teaching staff (contractual) at EMRS, Punsha, Bandwan, Purulia can be downloaded from the district website. For detailed information please visit: - www.purulia.gov.in.
Sd/- P.O cum DWO, BCW & TD, Purulia.

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA:-PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NleT No.-WBUPR/EO/PARA/NIT(e)-32/2025-26 of the Office of the Para Panchayat Samity, P.O-Para, District-Purulia, 24(Twenty Four) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 16.10.2025 up to 27.10.2025 16.00 P.M. Bid submission starting from 16.10.2025 up to 27.10.2025 at 16:00 P.M. And Opening on 29.10.2025 at 16:05 P.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer Para Panchayat Samity

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ক্যাটারিং ইউনিট			
ক্রম. নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ	
এ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জিএলও-জিএমইউ-৪৬-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	দলগাঁও স্টেশনে পিএফ-২ তে।	
এ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-জিএলএমএ-জিএমইউ-৫১-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গুডমা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২ তে।	
এ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ-৪৯-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	যেফকসডাঙ্গা স্টেশনে পিএফ-১ তে।	
এ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এক্সকেন-জিএমইউ-১০৪-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ফকরাগ্রাম স্টেশনে পিএফ-১ তে।	
এ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	খুবির স্টেশনের সার্ফলোডিং এলাকা।	
এ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-জিডিএক্স-জিএমইউ-৫৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	পোসাইরাও হাট স্টেশনে পিএফ-১ তে।	
এ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-রিডনিং-জিএমইউ-৩২-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	রিয়াগুড়ি স্টেশনে পিএফ-২ ও তে।	
এ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিভিউটি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	দেওয়াম হাট স্টেশনে পিএফ-১ তে।	
এ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএমএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে পিএফ-১ তে।	

ট্রাম্প যাই বলুন, ভেন্যু বদলাবে না!

বল গড়ানোর আগেই উলটো গাইছেন আয়োজকরা

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ১৭ অক্টোবরঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইলেই কি ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাচ সরানো সম্ভব? আয়োজকদের জবাব-একবারেই না! ‘নিরাপত্তা’ ও ‘অভিভাসন নীতি’ ঘিরে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যে যেমন বিতর্ক ছড়িয়েছে, তেমনই আয়োজক কমিটি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে-সব পরিকল্পনা ঠিকঠাকই এগোচ্ছে, কোনও ম্যাচ ভেন্যু বদল হচ্ছে না। ঘটনার সূত্রপ্রাত কয়েক সপ্তাহ আগে। ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ডেমোক্রেটি নিয়ন্ত্রিত শহরগুলো-যেমন, সান ফ্রান্সিসকো ও সিয়াটল-যদি তাঁর অপরাধ দমন ও ইমিগ্রেশন পরিকল্পনায় সহযোগিতা না করে, তাহলে সেখান থেকে ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। কিছুদিন বাদে একই ইঙ্গিত দেন বোস্টনকেও লক্ষ্য করে। এমনকি ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনোর কাছে এই নিয়ে আবেদনও রাখেন। যদিও চলতি প্রসঙ্গে উলটো সুর আয়োজক কমিটির গলায়। যার প্রধান জন ক্রিস্টিক সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে

বলেছেন, “যতদূর জানি, প্রস্তুতিতে একটুও বিভ্রাট হয়নি। টিকিট বেচা শুরু হয়ে গিয়েছে, যাবতীয় প্যাকেজ প্রায় এক বছর ধরেই বিক্রি হচ্ছে। সব ঠিকঠাক চলছে।” স্পষ্ট করে দেন, কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আয়োজনে কোনও পরিবর্তনের প্রশ্নই নেই। ফিফা-র



তরফেও সাফ মন্তব্য-“এক মিলিয়নেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ২১২টি দেশ থেকে দর্শক আসছেন। নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সরকারের দায়িত্ব, আর আমরা নিশ্চিত-সব ১৬টি আয়োজক শহর যথাসময়ে প্রস্তুত থাকবে।” যদিও প্রাক্তন ব্রাজিল বিশ্বকাপ সংগঠক

রিকার্ডো ট্রেড ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, “আমেরিকার মতো দেশে এত উন্নত স্টেডিয়াম রয়েছে, যে প্রয়োজনে ম্যাচ সরানো প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব। তবে তেমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।” নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সির আয়োজক কর্তারা, যেখানে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল-সহ আটটি ম্যাচ, জানাচ্ছেন-সব পরিকল্পনামাফিক চলছে। মজার সুরেই এক কর্মকর্তা বলেন, “আমরা তৈরি করেছি যদি ম্যাচ সরাতে চায়, আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিন, আমরা খুশি মনে আরও আয়োজন করব।”

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবু থেকে পাওয়া যাচ্ছে শিল্ডের অফলাইন টিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবরঃ আগামী শনিবার বন্ধ প্রতীক্ষিত ডার্বি ম্যাচ। যেখানে মুখোমুখি হবে ময়দানের দুই যুগ্মদান পক্ষ। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তবে এবার শুধুমাত্র ডার্বি ম্যাচ নয়। সাথে যুক্ত হয়েছে আইএফএ শিল্ড নির্ধারণ। যা এক



কথায় অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে এই ম্যাচকে। যা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপকভাবে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। এবারের এই নতুন সিজনে কলকাতা ফুটবল লিগ ও ড্রাবন্ড কাপ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত দুইটি ডার্বি আয়োজিত হয়েছে। যেখানে দুইটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে

মশাল গ্রিগেড। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্য থাকবে ফুটবলারদেরা। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে আইএফএ শিল্ড ঘুরে তুলতে বন্ধপরিকর মোহনবাগান। টুর্নামেন্টের গত দুইটি ম্যাচে যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স থেকেছে সবুজ-

মেরুনের। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই পডশীদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে শিল্ড ঘরে তুলতে চান হোসে মেলিনা। গত কয়েকদিন ধরে সেভাবেই গোটা দলকে অনুশীলন করিয়েছেন এই স্প্যানিশ কোচ। এবার নিজস্বদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা থাকবে প্রত্যেকের। বলাবাহুল্য, এই হাইড্রোজেন ম্যাচের জন্য গত

কয়েকদিন আগে থেকেই অনলাইনে ডিট্রিস্ট অ্যাপের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল টিকিট বিক্রি। পরবর্তীতে সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বক্স অফিস থেকে মিলেছে দুই প্রথারের অফলাইন ম্যাচ টিকিট। সেই সাথে অনলাইন টিকিট রিভিম ও করার সুযোগ রয়েছে সমর্থকদের কাছে। এবার টিকিট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উর্টে আসলো নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্টেট থেকে পাওয়া যাচ্ছে ডার্বির অফলাইন ম্যাচ টিকিট। যারফলে সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের পাশাপাশি ক্লাব থেকেও টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন সমর্থকরা। উল্লেখ্য, অনলাইনে ছাড়ার পর থেকেই নড়েরে বেগে বিগোতে শুরু করেছিল এই হাইড্রোজেন ডার্বির ম্যাচ টিকিট। এক্ষেত্রে সমর্থকদের সুবিধার্থে ক্লাবের অফিসিয়াল সাইটে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল নির্ধারিত স্ট্যান্ড গুলি। সেগুলি নজরে রেখেই টিকিট বুকিং করছেন দুই দলের সমর্থকরা।

নভেম্বরে সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১৭ অক্টোবরঃ আগামী মাসে ইউরোপে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে ২০২৫ সাল শেষ করবে ব্রাজিল। গতকাল ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) নিজেদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানায়। আফ্রিকার দুই দল সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বার্সেলোনে। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ



বাছাই শেষে ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে প্রীতি ম্যাচ খেলা শুরু করেছে ব্রাজিল। ১০ অক্টোবর সিউলে প্রীতি ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ গোলে হারায় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এরপর ১৪ অক্টোবর টেকিওতে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে ৬-২ গোলে হারে আনচেলত্তির দল। অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচ-পর্ব শেষে এখন নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলার পালা ব্রাজিলের সামনে। লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে আগামী ১৫ নভেম্বর ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৮টায় সেনেগালের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর ১৯ নভেম্বরে ফ্রান্সের পিয়েরে-মারি স্টেডিয়ামে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে নভেম্বরে শেষ প্রীতি ম্যাচটি খেলবে আনচেলত্তির দল। সিবিএফের বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্বকাপ সামনে রেখে ‘আফ্রিকা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দলকে তীব্রায়ন

অভিজ্ঞতা এনে দিতে’ এ দুটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী বছর জুন-জুলায়ে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে আগামী বছরের মার্চে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার ইঙ্গিত দিয়েছে সিবিএফ। ইউরোপে শীর্ষ সারির জাতীয় দলের বিপক্ষে ব্রাজিলের এই সম্ভাব্য প্রীতি ম্যাচের ভেন্যু হতে

পারে যুক্তরাষ্ট্র। সিবিএফে সুত্রের বরাতে দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সামনে তিনটি আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড়দের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করতে চায় ব্রাজিলের টিম ম্যানেজমেন্ট। মার্চের মধ্য একাদশ চূড়ান্তের পর বিশ্বকাপ খেলতে উভয় দেওয়ার আগে মারাকানা স্টেডিয়ামে শেষ প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। সেনেগাল দল যথেষ্ট শক্তিশালী। সাদিও মানে, নিকোলাস জ্যাকসন ও কালিদু কুলিবালা মতো খেলোয়াড় আছে সেনেগাল দলে। লিসবনে দুই বছর আগে প্রীতি ম্যাচে সর্বশেষ ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়ে ৪-২ গোলে জিতেছিল সেনেগাল। তিউনিসিয়াও বেশ ধারাবাহিক দল। গত সেপ্টেম্বরে আফ্রিকার দ্বিতীয় দল হিসেবে তারা দুই ম্যাচ হাতে রেখেই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেয়।

ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের পুরনো খাতায় নাম তুলতে পার্থে নামতে চলেছেন বিরাট!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিরাট কোহলি। ১৪৮ বছরের ক্রিকেট ইতিহাসে এমন রেকর্ড এর আগে কেউ গড়েননি। রবিবার পার্থের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে হাতে আসতে পারে সেই নজির-এক ফরম্যাটে সর্বাধিক শতরানের রেকর্ড! এই মুহূর্তে বিরাটের শতরান সংখ্যা ৫১-কিবদন্তি সচিন তেডুলকরের সঙ্গে একই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। পার্থে আর একবার তিন অঙ্ক ছুঁলেই বিরাট পৌঁছে যাবেন ক্রিকেট-লোককণ্ঠের চূড়ায়-এক ফরম্যাটে সর্বাধিক শতরানের মালিক হিসেবে। ক্রিকেটের প্রায় দেড়শো বছরের মহাপ্রস্থের নতুন অধ্যায়ে তুলবেন নাম। ৩৬ বছরের বিরাট ফিরছেন সাত মাসের আন্তর্জাতিক বিরতির পর। টেস্ট ও টি-২০ থেকে অবসর



নেওয়ার পর এখন তিনি ভারতের অন্যতম সিনিয়র ওয়ানডে ব্যাটার। গত মার্চে ফাইনালে ভারতের জয়ে ব্যাটে ঝড় তুলেছিলেন, তারপর থেকে মাঠের বাইরে। এবার অস্ট্রেলিয়া সফরেই আবার শুরু হচ্ছে তাঁর নতুন ইনিংস।

পরিসংখ্যানই বলছে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট মানেই চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স। ২৯ খানা একদিনের ক্রিকেটে তাঁর রান ১,৩২৭, গড় ৫১.০৬, পাঁচটি শতরান ও ছ’টি অর্ধশতরান। গত পাঁচ ইনিংসে অজিদের বিপক্ষে তাঁর স্কোর-৫৪,

৫৬, ৮৫, ৫৪ ও ৮৪। তিনটি অর্ধশতরান সমেত। এমন ধারাবাহিকতা আর আত্মবিশ্বাসই তাকে পৌঁছে দিয়েছে রেকর্ডের দোরগোড়ায়। কোহলির নামের পাশে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮২টি শতরান-ওডিআইয়ে ৫১, টেস্টে ৩০, টি-২০ তে ১। সচিন তেডুলকরের ১০০ শতরানের রেকর্ড এখনও অটুট। কিন্তু এক ফরম্যাটে ৫২তম শতরান পেলে বিরাট হয়ে যাবেন একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি ওয়ানডেতে এমন নজির হাসিল করেছেন। পাশপাশি আরও এক মাইলফলকের হাতছানি-রোহিত শর্মা’র রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সর্বাধিক শতরানের মালিক টিম ইন্ডিয়ার সদাপ্রভাব অধিনায়ক। হাঁকিয়েছেন চারটি সেঞ্চুরি। বিরাটের তিন। আর একবার শতক মানেই রোহিতের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসবেন।

লাল বলের ‘কৌশল আর সাদা বলের ‘থ্রিল’! ক্রিকেটের নয়া ফিউশন ‘টেস্ট টোয়েন্টি’

নিজস্ব প্রতিবেদন

দু’দশক আগে যখন টি-২০ ক্রিকেট প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, অনেকেই ভেবেছিলেন-এটা হতে খেলার শেষ সীমান্ত। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে, ক্রিকেটের নতুন ভাষা, নতুন কাঠামো ও নতুন কিস্য কখনও ফুরানোর নয়। হয়তো তাই জুড়ে যাচ্ছে নয়া অধ্যায়। সামনে আসতে চলেছে নয়া ফিউশন ‘টেস্ট টোয়েন্টি’। নিউজিল্যান্ড লাল বলের রণকৌশল, সাদা বলের রোমাঞ্চ। বাড়তি পাকনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গত। সব মিলিয়ে ক্রিকেটের ত্বন নিঃসন্দেহে আরও খানিক রদার হতে চলেছে! এককথায় বললে, নতুন ফর্ম্যাটের লক্ষ্য একটাই-লাল বলের স্ট্রাটজি আর সাদা বলের গতিময়তাকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। স্বনতে আবাস্তব? ঠিক খাপ খাচ্ছে না? গৌরব বাহিনীতানি, দেশের অন্যতম পরিচিত ক্রীড়া-উদ্যোক্তা কিন্তু আপাতত এই অসম্ভবকে সম্ভব করতই কোমর বেঁধে নেমেছেন। সংশয়ীরা ভুরু কোঁচকালেও সমর্থন জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন এবি ডি ভিলিয়র্স, হরভজন সিং, স্যার ক্লাইভ লয়েড ও মাথু হেডেনের মতো কিবদন্তি। হয়তো এই আশ্বাসের জোরেই গতকাল, ১৬ অক্টোবর, আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল ক্রিকেটের চতুর্থ ফর্ম্যাটের! আসরের মোদা উদ্দেশ্য নামেই লুকিয়ে। ‘টেস্ট’ মানে দীর্ঘদিনের কৌশল, পরিকল্পনা, ধৈর্য আর ‘টোয়েন্টি’ তুলে ধরছে টি-২০-র রোমাঞ্চ, গতি, ফলাফলশূন্য ক্রিকেট। এই দুই মিলিয়ে-মিশিয়ে এক দিনের খেলা। দুই ইনিংসে মোট ৪০ ওভার করে। অর্থাৎ, ৮০ ওভারে একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাচ। দুই দলই পারে ২০ ওভার করে দুটি ইনিংস। ফলাফল ঠিক টেস্টের মতো-জয়, পরাজয়, টাই বা ড্র। খেলায় থাকবে স্ট্রেরের পরীক্ষা। কিন্তু একদিনেই বেরিয়ে আসবে দ্বৈরথের পরীণতি। এই ফর্ম্যাটে মাঠে দেখা যাবে টেস্টের গভীরতা, টি-২০-

র গতি আর ওয়ানডের ভারসাম্য। সব মিলিয়ে সম্প্রচারধর্মী, দর্শকবান্ধব এবং একই সঙ্গে কৌশলমুখ্য লড়াইয়ের পরিসর তৈরি করাই টেস্ট টোয়েন্টির আসল লক্ষ্য! যদিও পুরোটা মাঠের কলাকৌশল নয়। পালে হাওয়া জুগিয়েছে একটি প্রযুক্তি-ভিত্তিক ধারণা-‘এআই ডিককটারি ইঞ্জিন’-এক ধরনের উন্নতমানের বিশ্লেষণ প্র্যাক্টিস! যেখানে ভিডিও আনালিটিস, মোশন সেন্সর আর ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করে খেলোয়াড়ের দক্ষতা ও সম্ভাবনার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা হবে। এই প্রযুক্তি কেবল টুর্নামেন্টের অংশ নয় গৌরব বহিরবাণীর



সংস্থা জানিয়েছে, তারা বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট বোর্ড, একাডেমি ও ক্লাবগুলির সঙ্গে টেক-ট্রান্সফার পার্টনারশিপ গড়ে তুলবে, যাতে প্রতিভা খোঁজার রাস্তা হয় স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক। এককথায়, স্মার্টটিং আর সুপারিশের বদলে পরিসংখ্যান ও তথ্য-ভিত্তিক মেধা যাই-এই হতে চলেছে ভবিষ্যতের ক্রিকেট-চিন্তা। ‘টেস্ট টোয়েন্টি’ ঘোষণার দিন মশে ছিলেন চার প্রজন্মের চার তারকা-ডিভিলিয়র্স, লয়েড, হেডেন, হরভজন। প্রত্যেকে আলাদা ভাষায় বললেন একটাই কথা। যার সারমর্ম-এই ফর্ম্যাট ক্রিকেটকে নতুন স্পন্দন দিতে পারে। এবি ডিভিলিয়র্সের মন্তব্য, “টেস্ট টোয়েন্টি মানে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই নয়া উদ্ভাবন। খেলাটির ভবিষ্যৎ যেমন সামনে এগোচ্ছে, এই ফর্ম্যাট তাকেই দিক দেখাচ্ছে। তরুণ ক্রিকেটারদের সামনে আসবে নতুন স্বপ্ন, আর

দর্শকদের সামনে নতুন গল্প!” স্যার ক্লাইভ লয়েডের বক্তব্য আরও আরগেয়-“আমি ক্রিকেটের প্রতিটি যুগ দেখেছি। খেলা সবসময় বদলেছে। কিন্তু এত চিত্রশীল রূপান্তর এর আগে হয়নি। টেস্ট টোয়েন্টি ক্রিকেটের হৃদয় ও শিল্প ফেরত আনছে, আধুনিক উত্তেজনা নিয়ে!” মাথু হেডেনের চোখে এই উদ্যোগ প্রজন্মের সেতু। বলেন, “আমি শুধু ক্রিকেটার নই, একজন অভিভাবকও। এই ফর্ম্যাট পুরনো প্রজ্ঞা আর নতুন আগুনের মধ্যে সেতুবন্ধন। তরুণদের জন্য এটা শেখার ও মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ!” আর হরভজন সিং? তিনিও দিলেন দরজ সাটিফিকেট। বললেন, “ক্রিকেটের দরকার ছিল এক নতুন হাটবিট-যা আজকের যুবসমাজকে খেলাটির মূল আত্মার সঙ্গে জুড়ে দেবে। টেস্ট টোয়েন্টি সেই সেতু তৈরি করেছে!” নিছক আনুষ্ঠানিক সৌজন্য? বোধ হয় নয়। ব্যবসায়িক পণ্যের বদলে ক্রিকেটকে দার্শনিক পথে নতুন করে চালনা করার, নতুন চোখে দেখার সুযোগ তৈরি করতে চলেছে এই উদ্যোগ। যার উদ্বোধনী লিগ শুরু হচ্ছে সামনের বছর জানুয়ারিতে। অংশ নেবে ছাটি থ্রোলব্র ফ্রাঞ্চাইজি-তিনটি ভারতীয় শহরভিত্তিক দল, আর বাকি তিনটি দুবাই, লন্ডন ও আমেরিকার। প্রতিটি টিমে থাকবে ১৬ জন ক্রিকেটার-৮ জন ভারতীয় ও ৮ জন আন্তর্জাতিক তারকা। এই মিশেল নিশ্চিত করবে একদিকে দেশের প্রতিভাদের মঞ্চ, অন্যদিকে বৈশ্বিক তারকাদের সংযোগ। একদিনের মধ্যেই ম্যাচ শেষ হওয়ায় ব্রডকাস্টারদেরও অগ্রহ বেড়েছে বহুগুণ। এখানেই দানা বেঁধেছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ক্রিকেটের ইতিহাস বলছে-প্রত্যেক নতুন ফর্ম্যাটিকেই প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। ওয়ানডে ‘গিমিক’ বলে তিরস্কার কুড়িয়েছিল, টি-২০ শুনোছিল ‘মার্কাস ক্রিকেটের’ উপহাস। শেষ পর্যন্ত এই দুই মঞ্চই কিন্তু খেলাটিকে পৌঁছে দিয়েছে জনপ্রিয়তার শৃঙ্গে। এই পরিসরে টেস্ট টোয়েন্টির জায়গা কোথায়?

জকোভিচকে স্ট্রেট সেটে ওড়ালেন সিনার

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ১৭ অক্টোবরঃ একদিকে প্রতিশোধের ষিকিধিকি আগুন, অন্যদিকে কপিবুক নিখুঁত ছন্দ। রিয়াধের আলো-ঝলমলে কোর্টে দুই স্রোত এসে মিলল ইয়ানিক সিনারের র্যাকেটে। ঠান্ডা মাথার নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের একদা এক নম্বর নোভাক জকোভিচকে উড়িয়ে দিয়ে জায়গা করে নিলেন ফাইনালে। প্রতিপক্ষ? সেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্লোস আলকারাজ। সিন্না কিংস স্ল্যামের চূড়ান্ত লড়াইয়ে রকবাস্টার দ্বৈরথের ভবিষ্যৎ লেখা হল আরও এক বার! দুই সেটেই ফল একতরফা-৬-৪, ৬-২। সার্ভিসে সিনার ছিলেন প্রায় অপরাডেয়। ৪৫ পয়েন্টের মধ্যে মাত্র আটটি হারিয়েছেন, মারলেন ১০টি এস। প্রথম সার্ভ চুকেছে ৮১ শতাংশ হারে। ম্যাচ শেষে হাসিমুখে বললেন, “হ্যাঁ, আজ সতিই সার্ভটা নিখুঁত ছিল। প্রতিদিন এমন হবে না। কিন্তু গত এক মাস ধরে শুধু এই নিয়েই কাজ করেছি। ঘটনার পর ঘণ্টা সার্ভ প্র্যাকটিস করেছি-আজ তার ফল পেলাম!” অন্যদিকে, জকোভিচও মেনে নিলেন নিজের পরাজয়। রসিকতা মিশিয়ে বললেন, “মাক



করবেন, কিন্তু যখন কেউ কোর্টে তোমাকে এমনভাবে হারায়, সেটা মোটেই ভালো লাগে না!” হারের পর স্বীকারও করলেন-এই প্রজন্মের সেরাদের বিরুদ্ধে খেলাটাই তাকে অনুপ্রাণিত রাখে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে সার্ভ তারকা মুখোমুখি হবেন টেলর ফ্রিটজের। যার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত রেকর্ড ১১-০! দিনের অন্য একটি ম্যাচে আলকারাজও নিজের চেনা ছন্দে। চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরেই ৬-৪, ৬-২ ব্যবধানে উড়িয়ে দেন ফ্রিটজকে। ড্রপশট, বানিং ফোরহ্যান্ড, ডাউন দ্য লাইন ব্যাকহ্যান্ড-সব মিলে তুলনাহীন স্ট্রোক প্লে-র প্রদর্শনী! ম্যাচ শেষে বললেন, “আজ শুধু জেতার নয়, দর্শকদের বিদ্যোদন দেওয়ারও ইচ্ছে ছিল। মনে হচ্ছে, ওরা খুশি, আমিও তাই!” তিন দিনের এই বিলাসবহুল প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন বিশ্বের সেরা ছয় তারকা। প্রত্যেকে পাচ্ছেন ১.৫ মিলিয়ন ডলারের উপস্থিতি ফি, আর বিজেতার জন্য নির্দিষ্ট ৪.৫ মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার।